CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 September 2021 ■ আগরতলা ৭সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং ■ ২১ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ধনপুরে মানিক সরকারকে কালো পতাকা দেখানোয় তুমুল সন্ত্রাস, পুলিশের আত্মসমর্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। ধনপুরে শক্তি প্রদর্শন কার্যত সন্ত্রাসের রূপ নিয়েছিল। অবশ্য আজ কাঠালিয়া ব্লকে সিপিএমের ডেপুটেশনকে ঘিরে ধনপুরে লাল সন্ত্রাসে শাসক দল বিজেপিই সুযোগ করে দিয়েছিল। এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতাকে বিজেপি কর্মীদের কালো পতাকা দেখানোর ঘটনাকে ঘিরে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল। সিপিএম কর্মীদের মারমুখী আক্রমনে বিজেপি কর্মীরা পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছেন। তবে, হাতের কাছে একটি বাইক পেয়ে সিপিএম কর্মীরা সমস্ত রাগ ওই দ্বিচক্রি যানের উপর মিটিয়েছে। বিজেপির বুথ অফিস ভাংচুর, দলীয় পতাকা পুড়িয়ে দেওয়া সহ সিপিএম কর্মীরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের ফ্লেক্স ছিড়েও থেমে থাকেননি। বেশ কয়েকটি দোকানেও তাঁরা এদিন ভাংচুর করেছেন। তবে সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হল, পুলিশ রীতিমত

আত্মসমর্পণ করেছিল। অবশ্য, বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার নিজে দাঁড়িয়ে সিপিএম কর্মীদের উৎশৃঙ্খলতা থামিয়েছেন।

এদিকে, পরবর্তী সময়ে পুলিশ মানিক সরকারকে কাঠালিয়া যেতে বাধা দিলে সিপিএম কর্মীরা ব্যারিকেড করে পায়ে হেঁটে তাঁকে সেখানে নিয়ে যান। যাওয়ার সময়ে পথে তারা পুলিশের সামনেই তান্ডব করেছেন। ততক্ষণে বিজেপি কর্মীরা মাঠ ছেড়ে পালিয়েছেন। বিজেপির অভিযোগ, ১২ জন দলীয় কর্মী সিপিএমের মারে গুরুতর আহত হয়েছেন। ওই ঘটনায় ১১ জন সিপিএম কর্মীর বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। রাতে আহত দলীয় কর্মীদের খোঁজ নিতে ছুটে গেছেন পরিবহন মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায় এবং তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সোমবার দুপুরে ধনপুরে গিয়েছিলেন। সেখানে যাওয়ার পথে বাঁশপুকুর এলাকায় মানিক সরকারের কনভয় আটকে কালো পতাকা দেখানো হয়েছিল। অভিযোগ বিজেপি কর্মীরা ওই কালো পতাকা প্রদর্শন করেছেন। তাতেই এলাকার সিপিএম কর্মী সমর্থকরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। শতশত সিপিএম কর্মী সমর্থক সেখানে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। শাসক দলের কর্মীদের উপর লাঠি সোটা নিয়ে হামলা চালায় তারা। দীর্ঘ সময় ধরে সিপিএম কর্মীরা প্রকাশ্যে তান্ডব চালিয়েছেন। উত্তেজনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৬ সেপ্টেম্বর।। শান্তিরবাজার মহকুমার পূর্ব পাড়া এলাকায় আজ সকালে খোকন দাস নামে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতেপায় এলাকাবাসী। পরবর্তী সময় খবর দেওয়াহয় শান্তির বাজার থানায়। খোকন দাসের অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে উনার ছেলে জানান বাড়ীর লোকজনের অনুপস্থিতিতে এমন সিদান্ত নিয়েছে খোকন দাস।

উনার ছেলে জানান খোকন দাস বিগত অনেকবছর যাবৎ শ্বাসকষ্টে ভোগছিলো। অবশেষে রোগের যন্তনা সয্য করতেনাপেরে আত্ম হত্যার পথ বেছেনেয় বলে অভিযোগ পরিবারের লোকজনদের। ঘটনার খবরপেয়ে শান্তির বাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মৃতদেহ ময়নাতন্তের জন্য শান্তির বাজার জেলাহাসাপাতালে নিয়ে যায়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনের হাতে তুলেদেওয়াহবে। খোকন দাসের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সমগ্র এলাকাজুরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সর্ব শিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণে আন্তরিক রাজ্য সরকার, অর্থের যোগানে চেয়েছে সময়, পরবর্তী শুনানি ৪ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। সর্ব শিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণে ত্রিপুরা সরকার যথেষ্ট আন্তরিক। তবে, অর্থের যোগানে দিল্লির কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তাই, কিছুটা সময়ের প্রয়োজন রয়েছে। আজ সর্ব শিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণে আদালত অবমাননা মামলায় ত্রিপুরা সরকার এ-বিষয়ে মুচলেকা দিয়েছে। সাথে জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে না ত্রিপুরা সরকার। সর্ব শিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণে উচ্চ আদালতের রায় মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আদালত চার সপ্তাহ সময় বেঁধে দিয়ে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য্য করেছে।

আজ ত্রিপুরা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ এ কুরেশী এবং বিচারপতি এস জি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে ওই মামলায় শুনানি হয়েছে। আগামী ৪ অক্টোবর পরবর্তী শুনানির ধার্য্য হয়েছে। এ-বিষয়ে সর্ব শিক্ষার শিক্ষকদের পক্ষের আইনজীবী সমিক দেব বলেন, আজ ত্রিপুরা সরকার মুচলেকা দিয়ে দুইটি বিষয়ে জানিয়েছে। প্রথমত, ত্রিপুরা সরকার হাই কোর্টের রায়কে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানাবে না এবং উচ্চ আদালতের রায় মেনে নেবে। দ্বিতীয়ত, সর্ব শিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। কারণ, বিরাট সংখ্যায় শিক্ষকদের নিয়মিতকরণে অর্থের যোগানের প্রশ্নে কেন্দ্রের সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর কথায়, নিয়মিতিকরণে নির্দিষ্ট স্কীম তৈরী করার জন্য কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন পড়বে। তাই, ত্রিপুরা সরকার আদালতের কাছে আরও সময় চেয়েছে, বলেন তিনি।

এদিন উচ্চ আদালতে সরকারী আইনজীবী দেবালয় ভট্টাচার্য বলেন, সর্ব শিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের রায়ের সাপেক্ষে ত্রিপুরা সরকার ইতিমধ্যে তাঁদের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছে। নিয়মিতকরণের প্রশ্নে এনসিটিই নির্দেশিকা খতিয়ে দেখা হয়েছে। তবে, অর্থের যোগানে কেন্দ্রের সহায়তার জন্য ত্রিপুরা সরকার আরও সময় চেয়েছে। আদালত চার সপ্তাহ সময় বেঁধে দিয়ে ত্রিপুরা সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে কি উদ্যোগ নেওয়া হবে জানাতে বলেছে।

প্রসঙ্গত, প্রায় ৫২০০ স্নাতক এবং অস্নাতক শিক্ষক অধুনা সর্ব শিক্ষা তথা বর্তমান সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পে ২০০৯ সাল থেকে কর্মরত রয়েছেন। তাঁরা চাকুরীর প্রথম দিন থেকে স্থির বেতনে কাজ করছেন। দীর্ঘ বছর ধরে বঞ্চনার অভিযোগ এনে নিয়মিতকরণের আর্জি নিয়ে ত্রিপুরা হাই কোর্টে দুইটি জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন সর্ব শিক্ষার শিক্ষকরা। ওই মামলায় উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি এ এ কুরেশী এবং বিচারপতি এস জি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ গত ২৩ ফেব্রুয়ারী সর্ব শিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের রায় দিয়েছিলেন। ছয় মাসের মধ্যে ওই আদেশ কার্যকরের রায় দিয়েছিল আদালত। শুধু তাই নয়, তাঁদের ৫ বছর কার্যকাল সমাপ্ত হওয়ার পর থেকে নিয়মিত বেতনক্রমের সুবিধা এবং পেনশনেও তাঁর প্রতিফলনের নির্দেশ দিয়েছিল উচ্চ আদালত।

কিন্তু, ত্রিপুরা সরকার এখনো তাঁদের নিয়মিতকরণে কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। ফলে, সর্ব শিক্ষার শিক্ষকরা ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেছেন। আজ ওই মামলায় শুনানি শেষে আবেদনকারীর পক্ষের আইনজীবী সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, সর্ব শিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণে ত্রিপুরা সরকার ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একত্রে পাঁচ সহস্রাধিক শিক্ষকদের নিয়মিতকরণে আর্থিক দিক বিবেচনায় কিছুটা সময় লাগা স্বাভাবিক।

৯ সেপ্টেম্বর ব্রিকস সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ভার্চুয়াল মাধ্যমে ১৩তম ব্রিকস সম্মেলনের সভাপতিত্ব করবেন। বৈঠকে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারো, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা উপস্থিত থাকবেন।

বিদেশ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, শীর্ষ সম্মেলনের প্রতিপাদ্য হবে "ব্রিকস ৫ ১৫: টেকসই, একত্রীকরণ এবং ঐক্যমত্যের জন্য ব্রিকস পারস্পরিক সহযোগিতা"।

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, নতুন ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট মার্কোস ট্রয়েজো, ব্রিকস বিজনেস কাউন্সিলের অস্থায়ী চেয়ারম্যান ওঙ্কার কানওয়ার এবং ব্রিকস উইমেন্স বিজনেস অ্যালায়েন্সের অস্থায়ী চেয়ারপার্সন ড সঙ্গীতা রেড্ডি উপস্থিত থাকবেন। এরা সবাই শীর্ষ সম্মেলনের সময় নেতাদের কাছে নিজ নিজ ট্র্যাকের অধীনে এই বছর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।

ভারত তার সভাপতিত্বে চারটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্রের রূপরেখা দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার সংস্কার, সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ডিজিটাল ও প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম ব্যবহার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধী দলনেতার রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা, পাল্টা প্রতিরোধ

কর্মীদের সংগ্রামী মেজাজকে অভিনন্দিত করল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারকে আবারও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে বাধা দেওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী। দলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আজ সি পি আই (এম)-এর ডাকে কাঠালিয়া ব্লকভিত্তিক গণডেপুটেশনে অংশ নেওয়ার জন্য রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সোনামুড়া হয়ে কাঠালিয়া যাওয়ার পথে ধনপুর ও বাঁশপুকুরে বিজেপি কর্মীরা তাঁর কনভয় আটকানোর চেষ্টা করে এবং একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

পুলিশ আধিকারিকরা প্রথম থেকেই আইন-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলে কাঠালিয়া যেতে মানিক সরকারকে বার বার নিষেধ করে। মানিক সরকার পুলিশ আধিকারিকদের বলেন- তাঁকে কাঠালিয়া যেতে যারা বাধা দিচ্ছে তাদের সরিয়ে তাঁর কাঠালিয়া কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব পুলিশের। পরে মানিক সরকার ও গণডেপুটেশনে সোনামুড়ার দিক থেকে অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে পাঁচ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে বাঁশপুকুর বাজার পার হয়ে গাড়িতে ওঠেন এবং কাঠালিয়া পৌঁছে জমায়েতে বক্তব্য রাখেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানিক সরকারের ইশারাতেই সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হচ্ছে ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য এবং তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আজ অভিযোগ করেছেন যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের নেতৃত্বে সিপিআইএম সন্ত্রাসের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে রাজ্যে। ২০২৩ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় কর্মীদিরে উজ্জীবিত করতে চাইছেন মানিক সরকার।

আজ বিকেলে বিজেপি রাজ্য সদর দফতরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শ্রী চৌধুরী বলেন, ত্রিপুরার কমিউনিস্টরা ২৫ বছর পর তাদের ক্ষমতা হারিয়েছে। সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত কাঠালিয়া ব্লকে মানিক সরকার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ স্থাপন করেছেন যে তারা কীভাবে ২০২৩ সালের নির্বাচনে পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসতে চায়।

শ্রী চৌধুরী জোর দিয়ে বলেছিলেন যে সোনামুড়ায় ১২ জন বিজেপি কর্মী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সরকারের প্ররোচনায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং তিনজনের অবস্থা গুরুতর। কাশেম মিয়া, মিজানুর রহমান, সেলিম মিয়া, মমতাজ মিয়া, সিদ্দিক মিয়া, আন্না মিয়া, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় নিখোঁজ পিতার কঙ্কাল উদ্ধার, হদিশ নেই পুত্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ সেপ্টেম্বর।। বাপ ও ছেলে নিখোঁজের তিন সপ্তাহ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তেলিয়ামুড়া থানাধীন নিখোঁজ বাবার কঙ্কালসার মৃতদেহ উদ্ধার হয় আজ তার বাড়ির পাশেই গভীর জঙ্গলে। এলাকাবাসীরা দুর্গন্ধের সন্ধান পেয়ে পুলিশকে খবর দেয় খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরন জমাতিয়া সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। সেখানেই তার কঙ্কালসার দেহ উদ্ধার করে।

পরিবারের লোকদের চিহ্নিত করণের এরপরেই শনাক্ত হয় নিখোঁজ হওয়া জহরলাল জমাতিয়ার মৃতদেহই এটি ঘটনায় জানা যায় গত ১৭ ই আগস্ট নিজ বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয় ৫৬ বছর বয়সের জহরলাল জমাতিয়া। পরবর্তী সময়ে বিগত মাসের ৩১ তারিখ জহরলাল জমাতিয়ার স্ত্রী নিজের পুত্র সুখ সাধন জমাতিয়ার নামে ছেলের বিরুদ্ধে বাবাকে অপহরণ করার মামলা দায়ের করে।

পরিবারের পক্ষ থেকে তেলিয়ামুড়া থানায় নিখোঁজ মামলা করা হলে পুলিশ তদন্তে নেমে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য সংগ্রহ করেছে। ঘটনাটি তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত তুই থামপুই এলাকায়। আজ এই কঙ্কালসার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। যদিও পুলিশ একটি মামলা নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে ছেলে সুখ সাধন জামাতিয়া কেউ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরবর্তী সময়ে ময়নাতদন্ত শেষে দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেয় সৎকারের জন্য।

নিম্নমানের কাজ জলের স্রোতে ভেঙ্গে গেল ব্রিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম মহকুমার চালিয়ে এডিসি ভিলেজের বেতাগা নাথুরাম পাড়ায় মনু নদীর উপরে তৈরি করা বৃষ্টি বৃষ্টি জলের তলায় ডুবে গিয়ে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অবিলম্বে ব্রিজটি সংস্কার করার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। বাম আমলের নির্মিত ব্রীজ জলের তোড়ে ভেসে গেছে। সাব্রুম মহকুমার চালিতাছড়ি এডিসি ভিলেজের বেতাগা নাথুরাম পাড়া থেকে থাইবুং যাওয়ার পথে মনু নদীর উপরে বাম আমলে তৈরী হওয়া ব্রীজটি গতকাল রাতে প্রচন্ড বৃষ্টিতে জলের স্রোতে ভেঙ্গে নদীর জলে তলিয়ে যায়। ব্রীজটি আজ থেকে ৬-৭ বছর আগে বাম জমানায় তৈরী হয়েছিল। এলাকাবাসীদের অভিযোগ কাজের গুণগত মান খারাপ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় আত্মহত্যার চেষ্টা যুবতীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে এক উপজাতি যুবতী। ঘটনা অমরপুরের রাঙ্গাছড়া এলাকায়। বর্তমানে ওই যুবতী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা মধ্যবয়সী এক উপজাতি যুবতীর। ঘটনাটি ঘটে রবিবার আনুমানিক তিনটে নাগাদ অমরপুরের বীরগঞ্জ থানাধীন রাঙাছড়া এলাকায়।

জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে ঐ যুবতী গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে প্রেমে আবদ্ধ ছিল। বর্তমানে ঐ ছেলেটি বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়াতে রবিবার দুপুরে বাড়ির মধ্যে কীটনাশক ঔষধ খেয়ে যুবতী মেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তড়িঘড়ি করে পরিবারের অন্যান্য লোকজনরা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সে বর্তমানে অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ব্যাপারে পরিবারের লোকজন সত্য ঘটনাকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুইসাইড নোটের ভিত্তিতে তৃণমূল নেত্রীকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন, পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী পান্না দেবের মুক্তির দাবিতে থানা ঘেরাও করল তৃণমূল কংগ্রেস। বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। উল্লেখ্য, গত ৩ সেপ্টেম্বর ইন্দ্রনগর কবরখলা এলাকায় প্রাক্তন কাউন্সিলর পান্না দেবের ভাতিজির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে মৃতদেহের পাশাপাশি একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

সুইসাইড নোটে স্পষ্ট করে লেখা ছিল প্রাক্তন কাউন্সিলর পান্না দেব সহ পরিবারে আরো দুজন ব্যক্তির কারণে রাজশ্রী দেব আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। রবিবার সকালে পূর্ব মহিলা থানার পুলিশ পান্না দেবকে বাড়ি থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে নিয়ে আসে থানায়। পরবর্তী সময়ে পান্না দেবকে গ্রেফতার করে কোর্টে তুলে পুলিশ। আদালত দু দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠায় পান্না দেবকে। কিন্তু পান্না দেব ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের তিনি প্রথম সারির নেতৃত্বও বটে।

কিন্তু পান্না দেবের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ রয়েছে সেই অভিযোগের তীব্র বিরোধিতা জানায় রাজশ্রীর পরিবার এবং তৃণমূল কংগ্রেস। প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা সোমবার লাল বাহাদুর চৌমুহনী স্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যাম্প থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করে পূর্ব মহিলা থানার সামনে এসে বিক্ষোভ দেখায়। দীর্ঘক্ষন থানা ঘেরাও করে রাখে। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্ব সুবল ভৌমিক।তিনি জানান, সেদিন সুইসাইড নোট বলে কিছু উদ্ধার করেনি পুলিশ।

পরবর্তী সময়ে রাজশ্রী ভাইকে থানায় ডেকে নিয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করে পুলিশ। রবিবার পান্না দেবকে থানায় ডেকে এনে গ্রেপ্তার করে পুলিশ রিমান্ডে পাঠায়। এটা সম্পূর্ণ একটা প্রতিহিংসামুলক ঘটনা। এতে স্পষ্ট রাজ্যে আইন বলতে কিছুই নেই।তাই সোমবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় বলে জানান সুবল ভৌমিক। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক তৃণমূল কংগ্রেসের একটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বহিঃরাজ্যে পাচারকালে চুড়াইবাড়িতে কোটি টাকার গাঁজা বাজেয়াপ্ত, চালকসহ গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর।। গাঁজা পাচার বিরোধী অভিযান চালিয়ে বড় ধরনের সাফল্য পেয়েছে চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ।বহিঃ রাজ্যে পাচারের পথে ত্রিপুরা অসম সীমান্তের চুরাইবাড়ি থানার হাতে উদ্ধার কোটি টাকার গাঁজা। বহিঃ রাজ্যে পাচারের পথে ত্রিপুরা অসম সীমান্তের চুরাইবাড়ি থানার হাতে উদ্ধার কোটি টাকার শুকনো গাঁজা।সাথে আটক দুটি লরি।ধৃত একটি লরির চালক এবং সহচালক।অপর লরির চালক পুলিশের সামনেই গাড়ির চাবি নিয়ে পলাতক।চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করেছে। পলাতক চালককে আটক করতে তৎপরতা শুরু করেছে পুলিশ। ধৃত চালক এবং সহ চালককে মঙ্গলবার আদালতে সোপর্দ করবে পুলিশ।

ইদানিংকালে রাজ্যে নেশা সামগ্রী প্রবেশের চেয়ে প্রতিদিন ব্যাপক পরিমাণ শুকনো গাঁজা রাজ্য থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।একমাত্র ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক দিয়েই নেশা বানিজ্যের অবাধ বিচরণ।কিন্তু জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত থানা বাবুরা সব দেখে শুনেও সেক্ষেত্রে কোন ভূমিকা পালন করছেন না বলে অভিযোগ।মোটা অঙ্কের মাসোহারায় থানার একাংশ অফিসাররা এই অবৈধ গাঁজা পাচার বাণিজ্যে গাঁজা মাফিয়াদের সাহায্য দিয়ে যাচ্ছেন বলেও অভিযোগ। রাজ্যের সবকটি থানা পেরিয়ে উত্তর জেলায় প্রবেশের পর সানীয় থানাগুলি প্রায়শই লরি থেকে গাঁজা উদ্ধার করছে। অনুরূপ আজও ত্রিপুরা অসম সীমান্তের ৮ নং জাতীয় সড়কের উপর চুড়াইবাড়ি থানার নাকা পয়েন্টে তল্লাশি চলাকালীন সময় আনুমানিক সকাল ৮ টা নাগাদ একটি লরিকে দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালায় সানীয় থানার পুলিশ। পুলিশি তল্লাশিতে লরি থেকে ৯৮৭ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ।আটক করা হয় লরিটিকে। সাথে আটক করা হয় চালক ও সহচালককে। ধৃতদের নাম দরিয়া কুমার জমাতিয়া (৩৩), বাড়ি কাকড়াবন থানার তানাবাড়ি এলাকায়। অপরজনের নাম দিলোয়ার সিং (৩৬) তার বাড়ি উত্তর প্রদেশে।

এদিকে একই দিনে বেলা এগারটা নাগাদ একটি লরি চুরাইবাড়ি থানার সামনে আসার পর লরিটিকে পুলিশ দাঁড় করায়। দাঁড় করানোর নিমেষের মধ্যে পুলিশের সামনে থেকে লরির চাবি নিয়ে দিন দুপুরে পালিয়ে যায় চালক।পরে এই লরিতে তল্লাশি চালিয়ে ২০৭ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ।বর্তমানে দুটি লরি থেকে উদ্ধার হওয়া ১১৯৪ কেজি শুকনো গাঁজা সহ দুটি লরি,চালক এবং সহ চালক চুরাইবাড়ি থানার হেফাজতে রয়েছে।

অপরদিকে গোটা ঘটনা নিয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কান্তা জাহাঙ্গীর বলেন,চুরাইবাড়ি থানার রুটিন তল্লাশিতে পর পর দুটি লরি থেকে ১০৯ প্যাকেটে মোট ১১৯৪ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজার মূল্য এক কোটি টাকার অধিক।

সাথে দুটি লরি,চালক এবং সহ চালককে আটক করা হয়েছে।চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে আটককৃত লরি থেকে পালিয়ে যাওয়া চালককে গ্রেফতারের উদ্যেশ্যে তদন্তে নেমে পড়েছে বলে জানিয়েছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক।তিনি আরো বলেন,এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা দুটি লরির ভেতরে সুকৌশল করে আগরতলা থেকে বহিঃ রাজ্যের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল।পাশাপাশি ধৃতদের জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। সানীয় থানার পুলিশ আগামীকাল ধৃতদের ধর্মনগর জেলা আদালতে সোপর্দ করবে।

বাইক দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন দম্পতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ সেপ্টেম্বর।। এক দম্পতি বাইকে করে বিশালগড় থেকে আগরতলা উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে বিশালগড় থানাধীন গোকুলনগর এলাকার কুকুরের সাথে ধাক্কা খেয়ে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যায় দম্পতি। তাদের নাম শান্তনু সাহা। বয়স আটাশ, ও বর্না সাহা। বয়স বাইশ। স্থানীয় পথচলতি লোকেরা দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি খবর দেয় বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে।দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত দম্পতিদের বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। এদের মধ্যে শান্তনু সাহা শরীরের বেশ কিছু জায়গায় ক্ষত হয়ে যায়। তা দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন মহকুমা হাসপাতাল তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ৩১৭ ◘ ৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং ◘ ২১ ভাদ্র ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

আর্থিক প্রবৃদ্ধি ও আমরা

দেশের প্রবৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে অনেকটা ভালো বলা যাইতে পারে। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখা যায় দেশের আর্থিক প্রবৃদ্ধির হার মোটামুটি ভালোই রহিয়াছে।

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিস সিএসও তাহাদের তরফে জাতীয় আয়ের পরিমাপ ঘোষণা করিয়াছে। জিডিপি সংখ্যাটি সত্যিই ভালোলাগার: ২০.১ শতাংশ। একটা প্রত্যাশা ছিল যে 'আমরা জনগণ' এই সংখ্যা এবং সরকারের কেরামতি দেখিয়া গলিয়া যাইব। কিন্তু জনগণ সংখ্যা দেখিয়া বিভ্রান্ত হইতে রাজি নয় এবং দ্রুত সত্য উপলব্ধি করিয়াছে। সত্যিটা এই যে ২০২১-২২ প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার ২০.১ শতাংশ। এটি একটা পরিসংখ্যানের মায়া মাত্র। কারণ যে বেস বা ভিত্তির উপর এটা গণনা করা হইয়াছে সেটা ছিল নজিরবিহীনভাবে কমমাইনাস ২৪.৪ শতাংশ। সংখ্যাটা ২০২০-২১ প্রথম ত্রৈমাসিকের। মাস কয়েক আগে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের আইএমএফ প্রধান অর্থনীতিবিদ ডঃ গীতা গোপীনাথ যেটাকে 'গাণিতিক বৃদ্ধি' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।মানুষ যাহাতে পাইতে পারে তৎসত্ত্বেও আমরা অবশ্যই ২০.১ শতাংশ বৃদ্ধিকে স্বাগত জানাইব। কারণ, সরকারের অধীনেই দেশ এবং জনগণ কী করিতে পারে, এই ঘটনা সেইটাই দেখাইয়া দিল। ত্রৈমাসিকের এপ্রিল-জুন ২০২১ গোড়ার দিকে কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ আসিলে রাজ্য সরকারগুলো অর্থনীতির ঝাঁপ বন্ধ না করিয়া তাহাদের মতো সঙ্কট মোকাবিলা করিয়াছিল। তাহাতে মোদি সরকারের অবদান বলিতে, অক্সিজেনের সরবরাহ ও বণ্টনে বিরাট এক ব্যর্থতা: সরবরাহ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ মারাত্মক কম হওয়ার ফলে বহু মানুষের প্রাণ চলিয়া গেল।মৃতের প্রকৃত সংখ্যাটা সরকারিভাবে যা নথিবদ্ধ হইয়াছে তাহার চাইতে অনেক বেশি বলিয়াই অনেকে মনে করিতেছেন।

গৃহস্থ পরিবারগুলো এবং তাহাদেরকে পরিষেবা দেয় এমন অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোর তরফে পণ্য ও পরিষেবা উপভোগের জন্য শেষেমশ যে ব্যয় করা হইয়া থাকে অর্থনীতির পরিভাষায় তাহাকে বলা হয় 'প্রাইভেট ফাইনাল কনজাম্পশন এক্সপেনডিচার' পিএফসিই। এই যে ২০.১ শতাংশ বৃদ্ধির হারের কথা বলা হইল, তাহার পিছনে রহিয়াছে জনগণের পিএফসিই-র বিরাট অংশ। ভারতবর্ষের আয়ের অন্যতম উৎস কৃষি। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতেও উৎপাদন বন্ধ হয় নাই। কৃষকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে তাদের ফসল উৎপাদন করিয়াছেন। দেশের বড় বড় শিল্প কলকারখানা যখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে তখনও তাহাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়া তাহাকে উৎপাদন রাখিয়াছেন। দেশবাসী সত্যিকার অর্থেই কৃষি উৎপাদনের সুফল ভোগ করিতেছেন। কৃষি উৎপাদন স্বাভাবিক রাখীতে না পারিলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার আরো অনেক নিম্নমুখী হইত ,তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু প্রশ্ন হল যে অন্নদা তারা দেশবাসীর মুখে আহার তুলিয়া দিয়াছেন সেইসব অন্ন দাতারা উপযুক্ত সম্মান পাইতেছেন না যাহাদেরর কায়িক পরিশ্রমে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি সঠিক অবস্থানে রহিয়াছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা সরকার কিংবা নাগরিকের দায়িত্ব। কিন্তু প্রশ্ন উঠিয়া দেশের কৃষকরা যোগ্য মর্যাদা পাইবে কী? কেননা কৃষক আন্দোলন যেভাবে মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে শুরু করিয়ছে তাহাতে বাস্তব সমস্যার সমাধান না করিলে রোগ নিরাময় সম্ভব হইবে না।

পঞ্জশিরে নিহত তালিব-যোদ্ধার পকেটে পাকিস্তানি সেনার পরিচয়পত্র

কাবুল, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): পঞ্জশিরে নিহত এক তালিবান যোদ্ধার কাছ থেকে উদ্ধার হল পাকিস্তানি সেনার পরিচয়পত্র। ওই ব্যক্তি পাক সেনাবাহিনীর জওয়ান। তাঁর নাম মহম্মদ ওয়াসিম। এই ঘটনার পর আফগানিস্তানে তালিবানকে পাকিস্তানের মদদের অভিযোগটিই সত্যি প্রমানিত করছে।

আফগানিস্তানে তালিবানের উত্থানে পাকিস্তানের হাত রয়েছে। শুরু থেকেই এমনই অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। শুধু তাই নয়, উত্তরের জোটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তালিবানকে সাহায্য করার অভিযোগ উঠল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে এমনই দাবি করা হয়েছে। আর সম্প্রতি পঞ্জশিরে নিহত এক তালিব যোদ্ধার কাছে পাকিস্তানি সেনার পরিচয়পত্র পাওয়ার পরে সেই দাবিকেই আরও পক্ত করছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, সম্প্রতি পঞ্জশিরে উত্তরের জোটের হাতে নিহত এক তালিব যোদ্ধার পকেটে একটি পরিচয়পত্র পাওয়া গিয়েছে। সেই পরিচয়পত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে ওই ব্যক্তি পাক সেনাবাহিনীর জওয়ান। তাঁর নাম মহম্মদ ওয়াসিম। যদিও এই বিষয়ে তালিবানের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

তালিবান কাবুলের দখল নেওয়ার পরেই আফগানিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আশরফ গনি অভিযোগ করেছিলেন, তালিব যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলে অন্তত ১০ থেকে ১৫ হাজার পাক সেনা লড়াই করছে। ফলে আরও শক্তি বেড়েছে তাদের। একই দাবি করেছেন পঞ্জশিরে প্রতিরোধ বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া আহমদ মাসুদ।

যদিও সেই দাবি উড়িয়ে দিয়ে পেন্টাগন জানিয়েছে, তালিবানের সঙ্গে পাক যোগের কোনও প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। বরং তালিবানি নাশকতায় পাকিস্তানও সন্ত্রস্ত বলেই দাবি করেছে আমেরিকা।

বাংলার ১৫ লক্ষ কৃষকের টাকা কোথায়, কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রীকে প্রশ্ন শোভনদেবের

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এখনও ব্রাত্য রয়েছেন বাংলার বহু কৃষক। এই অভিযোগ জানিয়ে প্রতিবাদে সরব হলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সোমবার ভার্চুয়ালি কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমারের সঙ্গে বৈঠকে বসেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সেখানেই বাংলার ব্রাত্য কৃষকদের দাবি নিয়ে আওয়াজ তোলেন তিনি। বৈঠকে তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যের পক্ষ থেকে এই প্রকল্পের জন্য মোট ৪৬.২ লক্ষ কৃষকের নাম পাঠানো হয়েছিলো। তারমধ্যে ৩৮.৫১ লক্ষ কৃষকের নামে মান্যতা দিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু তারমধ্যেও মাত্র ২৩.৭৭ লক্ষ কৃষককে টাকা পাঠানো হয়েছে। ফলে প্রায় পনেরো লক্ষ কৃষককে এক টাকাও এখনও দেয়নি কেন্দ্র। ৭.০৩ লক্ষ কৃষককে প্রথম দফায়, ২৩.৭৭ লক্ষ কৃষককে দ্বিতীয় দফায় টাকা পাঠানো হয়। দুই দফায় মোট ৪ হাজার টাকা পাঠানো হয়েছে।

পিএম কিষান সম্মাননিধি যোজনায় ফের ব্রাত্য করা হল বাংলাকে। ২১-এর নির্বাচনের আগেই একাধিক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এসে বলেছিলেন ২ তারিখ তাঁরা সরকার গড়লেই কৃষকদের ব্যাঙ্কে সোজাসুজি টাকা চলে যাবে। কিন্তু ২ মে পার হয়ে গেলেও কৃষকদের খাতে টাকা পৌঁছায়নি সময়ে। বারবার প্রধানমন্ত্রী কিংবা কৃষি মন্ত্রীকে চিঠি লেখার পর কিছু বাংলার কৃষককে অর্থ পাঠায় কেন্দ্র। শোভনদেববাবু জানিয়েছেন, রাজ্যের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই ৬২ লক্ষ কৃষককে প্রথম দফার ৫ হাজার টাকা করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কৃষকবন্ধু প্রকল্পের ১০০০০ টাকা করে বছরে দেওয়া হয়। পিএম কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পের অনেক আগেই কৃষকবন্ধু প্রকল্প শুরু করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শোভনদেববাবুর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য রাজ্যের কৃষকদের আয় তিন গুণেরও বেশি বেড়েছে। তাই দ্রুত বকেয়া টাকা ও ব্রাত্য থাকা কৃষকদের অর্থ দ্রুত পাঠাতে বলেন কৃষি মন্ত্রী। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতেই ২১-এর নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি মতোই নতুন ভাবে "কৃষকবন্ধু"কে নিয়ে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

গান্ধী ও বেস্টসেলার

শংকর

শুরুতেই আমাদের সর্বোচ্চ ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করা যাক। মহৎ ভারতীয় ব্যক্তিত্বদের বিষয়ে এত 'বেস্টসেলার' আছে আমাদের, মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে কোনও বেস্টসেলার নেই কেন—যা ঘরে ঘরে পড়া হবে? মহাত্মা গান্ধী আবিশ্বের শ্রদ্ধা ও প্রণতি অর্জন করেছিলেন। অথচ, তাঁর সম্পর্কে একটিও উল্লেখযোগ্য বই নেই। 'শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'-র মতো একটি 'গান্ধীকথামৃত' কি থাকতে পারত না? এই অভাবটা ঘোচানো প্রয়োজন।

আনুষঙ্গিক কিছু বিষয়ে আলোকপাত করা যাক। বাংলা ভুলে যায়নি মহাত্মা গান্ধী এবং সুভাষচন্দ্র বসুর মতানৈতিক্যের কথা। গান্ধীজি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের আগের ভাষণে বলেছিলেন, এই পদে সীতারামাইয়ার পরাজয় এবং সুভাষ বোসের জয় আমার পরাজয় হিসাবে পরিগণিত হবে।

বছর কয়েক আগে, গুজরাতে আমার প্রথম সাক্ষাতের সময় সংবাদমাধ্যমের তরফে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সবরমতী ও ভাগীরথীর মধ্যে পার্থক্য কী? আমি এই প্রশ্নের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। কিঞ্চিৎ চাপে পড়ে আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, "গুজরাতে একজন সাধু খোলাখুলি বলেন, 'আমি একজন বেনিয়া'। অন্যদিকে ভাগীরথীর তীরে একজন ধনী ব্যবসায়ীও নকশাল প্লিবীর মতো আচরণ করেন। গুজরাতে কবিরাও প্রশ্ন করেন, 'আপনার ধান্দা কী?' আর ওদিকে, বাংলায় ধান্দাবাজদের সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়।

হয়তো হালকা চালেই এই কথাটা বলা। কিন্তু সত্যি করে বলুন তো, বাংলার লেখক-কবি ইতিহাসবিদরা জাতির জনকের জন্য যথেষ্ট করেছেন কি? অথচ ভেবে দেখুন, বাংলার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অবিশ্বাস্য। একজন ব্রিটিশন গভর্নর জেনারেল যখন গান্ধীজির সঙ্গে লড়তে লড়তে হতোদ্যম ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তখন ব্যক্তিগত স্তরে তিনি গান্ধীজিকে 'সাপ' বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু বাংলার নতুন বড়লাট, যিনি পরবর্তীতে ভারতের গভর্নর জেনারেল হন, তিনি কলকাতায় যখন আসেন, ১৯৪৭ সালের, তখন নিশ্চিত করেন যে, মানুষ হিসাবে গান্ধীজি এবং প্রদেশ হিসাবে বাংলা—ভারতের এই দুই আলো তখনও নির্বাচিত হয়নি।

আমি কলকাতার শেষ ব্রিটিশ ব্যারিস্টারের শেষ বাবু হিসাবে কাজ করে আমার জীবন শুরু করেছিলাম। তিনি মহাত্মা গান্ধী এবং কবিগুরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রীতিমতো অনুরাগী ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, কলকাতার গর্বিত হওয়া উচিত যে, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে 'বার অ্যাট ল' হিসাবে ফিরে আসা গান্ধীজি কলকাতা হাই কোর্টে নিজেক 'বার অফ ইংল্যান্ড'-এর সদস্য হিসাবে নথিভুক্ত করেন। তিনি বেশ কয়েকবার কলকাতায় এসেছেন, এবং প্রায় কাউকে কিছু না জানিয়েই তিনি বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মঠে হাজির হয়েছিলেন। কীভাবে মহান সন্ন্যাসীরা একে-অপরের সঙ্গে মানসিক যোগাযোগ রাখেন—সেই সৌভ্রাতৃত্বের সাররহস্য জানতে তিনি উৎসুক ছিলেন।

কিছু ভুল বোঝাবুঝির মুহূর্তেও তৈরি হয়েছে বটে। মার্কিন দূতাবাসের আবাসনের সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করে তাঁর মনে হয়েছিল, সিস্টার বোধহয় বিসালব্যবসনের মধ্যে থাকেন। পরে অবশ্য তিনি সেজন্য ক্ষমা যেছে নেন। অবশ্য, লিখিতভাবে এ -ভ্রম তিনি সংশোধন করেছিলেন, কি না, তা একন অজানা। তিনি তো প্রকাশ্যে নিজের ভুল শুধরে নিতে ভালবাসতেন, ভালবাসতেন সত্য নিয়ে তাঁর নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে। কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর সৃষ্ট শান্তিনিকেতনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং মুগ্ধতা আমরা এড়িয়ে যাব কী করে? একবার তিনি চেলাচামুণ্ডা-সহ সেখানে হাজির হয়ে শৌচালয় পরিষ্কার করেছিলেন নিজে হাতে। অনেকেই জানি না, মহত্মা গান্ধীর শেষ শান্তিনিকেতন সফরের কথা। সেই সফরে মৃতপ্রায় কবি তাঁকে নিজে হাতে লিখে জানিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রাণাধিক বিশ্বভারতীর কী পরিণতি হতে পারে দ্বিধান্বিত, উদ্বিগ্ন কবির সেই চিঠি—যা ট্রেনে অপেক্ষারত অবস্থায় গান্ধীজি হাতে পান, তা

ইতিহাস তৈরি করল। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে দিল্লিতে আসীন নবতম সরকারকে গান্ধীজি মনে করিয়ে দিলেন কবির কাছে করা তাঁর শপথের কথা—যা বিশ্বভারতীর মতো একটি মহান প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখার রাস্তা পরিষ্কার করল। ১৯৪৬ -এর সেই ভয়াবহ দাঙ্গার দিনগুলিতে নোয়াকালিতে গান্ধীজি যে-ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা প্রায় কিংবদন্তির পর্যায়ে পড়ে। এত কিছুর পরেও তাঁর একান্ত বাঙালি অনুচর অধ্যাপক নির্মল বসুর লেখা আমরা অকুণ্ঠভাবে হাতে পেলাম কই? তিনি যে মহাত্মাকে বাংলায় 'আমার জীবনই আমার বাণী' লিখতে সাহায্য করেছিলেন, তা আমরা ক'জন জানি? আজ আমরা গান্ধীজিকে বলতে চাই, আপনার বাণীই আমাদের জীবন। কত অসামান্য মুহূর্ত আছে তার সঙ্গে আমাদের! ভাবুন দেখি, খোদ দিল্লিতে না-থেকে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের মতো একটা দিনে ভারতের অহিংস আন্দোলনের কান্ডারি ছিলেন কলকাতার বেলেঘাটায়। ইতিহাসের এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কত সৌভাগ্যবান আমরা। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক স্বনামধন্য ভাইঝির সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী এবং তিতিবিরক্ত কস্তুরবা গান্ধীর খানিক খটমটো ও লেগেছিল। এই দু'জনের সঙ্গেই সেই ভাইঝির লম্বা লম্বা চিঠি বিনিময় হয়েছিল। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল গান্ধীর মহৎ জীবনীকার তেণ্ডুলকরের সঙ্গে দেখা করার, প্রতাপ রায়ের বাড়িতে। সে বাড়ির নাম ছিল 'গীতাঞ্জলি' । সে এক স্মৃতিধার্য এবং মনোরম অভিজ্ঞতা ছিল বটে!

আমি কখনওই দাবি করতে পারি না, গান্ধীজির বিষয়ে আমার অগাধ জ্ঞান এবং পড়াশোনা রয়েছে। কিন্তু আমি বাংলার এক সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদককে জানতাম, যিনি দিল্লিতে গান্ধী হত্যাকাণ্ডের সময় নিজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন এই ঘটনার পর যে, তিনি এই এক্সক্লুসিভ খবরটি লিখতেই ভুলে যান। শুধু তা-ই নয়, ঘটনাস্থলে অনুপস্থিত এক পিরোর্টার, যিনি অন্য একটি সংবাদ সংস্থায় চাকরিরত ছিলেন, তিনি বিড়লা হাইসের বাইরে বসে চা খেতে খেতে এই ঘটনা শোনেন, এবং শেষাবধি এই খবর তিনিই করেন। দুনিয়াকে তিনিই জানান, 'গান্ধীজিকে গুলি করা হয়েছে, চরমতম খারাপ পরিণতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। আমি শুনেছি সেই সাংবাদিক সবরমতী আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ নিয়ে একটা চমৎকার বই হতে পারে। আমার মনে আছে, ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের সেই নিয়তিতাড়িত বিকেলের কথা, যখন হাওড়া খুরুট রোডে নিজের স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে নাবালক আমি শুনছিলাম, ডা. বিধানচন্দ্র রায়, যিনি ছিলেন গান্ধীজির সবচেয়ে বিশ্বস্ত ডাক্তারষ ধ্বস্ত কণ্ঠে দেশবাসীকে জানাচ্ছেন, 'একটু আগে দিল্লি থেকে পূর্ব ভারতের এরিয়া কমান্ডারের কাছে এসে পৌঁছেছে এক বিধ্বাংসী খবর, যে ...' আমার মনে আছে, আমি পুণাতে আগা খান প্রাসাদে গিয়েছিলাম, যেখানে ডা. বিধান রায় প্রায়শই গান্ধীজির চিকিৎসা করেছেন, তাঁর অনশন ভাঙিয়েছেন, এবং সেখানেই গান্ধীজির স্ত্রী কস্তুরবা শেষ শ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

বহু অবিস্মরণীয় মুহূর্ত আছে। মনে পড়ে সেই বিতর্ক, যখন ভারতীয় চলচ্চিত্রকাররা আপত্তি তুললেন, অ্যাটেনবারোর মতো একজন ব্রিটিশ চিত্রনির্মাতাকে কেন ইন্দিরা গান্ধী অর্থসাহায্য করছেন মহাত্মার উপর ছবি বানানোর জন্য? এ ছবি তো একজন ভারতীয় চলচ্চিত্রকারের বানানোর কথা! কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী তখন সেই মহৎ সিদ্ধান্ত নিলেন বলেই না পৃথিবী এমন একটি অনবদ্য ছবি পেল। আর গান্ধীও হয়ে উঠলেন বিশ শতকের সবচেয়ে বড় নায়কদের অন্যতম। সেই সময় আমি ছিলাম প্যারিসে, এক প্রতিভাবনা চিত্রশিল্পীর আতিথেয়তা রক্ষা করছিলাম। সে সময় আমার একটি নতুন চশমার প্রয়োজন হল। আমার জয়ালু অতিথিবৎসল হোস্ট আমাকে নিয়ে গেলেন প্যারিসের সবচেয়ে ফ্যাশনদুরস্ত দোকানের একটিতে। দোকানের লোকজন জানালেন, গান্ধীজির ধাঁচের পুরনো চশমার এখন খুব কদর। কোটিপতি থেকে সাধারণ মানুষ— সবাই তেমন ফ্রেমের চশমা পরতে চায়। আমার শুধু একটাই ইচ্ছা, মহাত্মা গান্ধীর সম্পর্কে এমন একটি বই কি হতে পারে না, যা ঘরে ধরে পড়া হবে? কী করে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে? (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

কৃষি ও কৃষকদের বাঁচাতে চাই সুসামঞ্জস্য পরিকল্পনা

এইচ এন মাহাতো

ভারত একটি কৃষি প্রধান দেশ। ভারতের বেশ কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায কৃষি ও কৃষকদের জন্য সল্পমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি বেঁচে থাকার কোনো পরিকল্পনা থাকার কারণে কৃষিজীবীরা ৫০০০/১০০০ টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে তাদের ভিটেমাটি বা নন্যুতম সহায় সম্বলটুকু ক্রোক হওয়ার ভয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। দিনে দিনে কৃষকদের মৃত্যু মিছিল লম্বা হয়ে চলেছে। অথচ ব্যাষ্টিগত পুঁজিবাদীরা হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের হাতে পার্টি বা ব্যাষ্টিগত ফাণ্ডে টাকার একটি অংশ জমা দিয়ে বিদেশে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে কত রকমের আইন, ঋণ মুকুব করে বড় বড় আইনজীবী ও রাজনৈতিক নেতারা তাদেরকে রক্ষা করতে চৌকিদারি করে চলেছে। পাশাপাশি দেখুন যারা দেশের সকল নাগরিকদের অন্ন জোগাড় করে চলেছে সেই অভাগা কৃষকদের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক নেতাদরে কিছু বিলাপ ও একে অপরের দোষারোপ ছাড়া কিছুই করছে না। তাও লোক দেখানো করে থাকে দলীয় স্বার্থে।

আসলে ভারতের নেতাদের হাতে কোনো প্রকারের সমাধান নেই। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষিনীতি লোকসভার অধিবেশনে পাস করার আগেই কৃষি ও বিপন্ন মন্ত্রী পদত্যাগ করা। পাঞ্জাব, হরিয়ানা কৃষকরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করেছে। মাননীয়া মন্ত্রী বলেছেন এই কৃষিনীতি পুঁজিবাদীদের পক্ষে। সাধারণ কৃষকদের আত্মহত্যা অনেক গুড় বেড়ে যাবে। বি জে পি'র কেন্দ্রীয় সরকার সারা ভারতের ১৫/২০ শতাংশ পুঁজিবাদীদের বাঁচাতে রাজশক্তিকে কাজে লাকিয়ে ভারতের স্বাধীন কৃষি ক্ষেত্রকে অশুভ শক্তির হাতে তুলে দিয়ে আর একটি খাদ্যের সংকটে ফেলতে চলেছে। কৃষি ও কৃষকদের আসল সমস্যাটি কী ও তার সমাধানটা কোথায়?

কৃষি ও কৃষকদের কথা চিন্তা করে প্রাউট (সামাজিক অর্থনৈতিক দর্শন)প্রবক্তা শ্রী প্রভাতরঞ্জন অর্থাৎ যেভাবে শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় ও বাজারে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয় কৃষিক্ষেত্রেও কৃষি উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। কৃষিকে কেন্দ্র করে ব্লকে ব্লকে কৃষি ভিত্তিক ও কৃষি সহায়ক খিল্পের মাধ্যম কৃষকদের আত্মনির্ভরশীল করতে হবে। এরজন্য মাননীয় প্রউট প্রবক্তা বলেছেন সুসন্তলিত ও সুসামঞ্জস্য পরিকল্পনা দরকার। তাহা হলে কৃষি ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ কৃষিজীবী, কৃষিকে কেন্দ্র করে শতাংশ মানুষের কর্মসংস্থান করে রাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতি করা যাবে। আজকের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক নেতারা অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে বেশি করে লোক নিয়োগে উৎসাহিত, কারণ তাদেরকে সরকারি কাজে অপেক্ষা রাজনৈতিক ভাবে দলের স্বার্তে বেশি ব্যবহার করা যাবে। রাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতি করতে হলে এই মুহূর্তে কৃষির ওপর কর্মী সংখ্যা কমিয়ে পকিল্পনার প্রথমেই কিছু নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষের দ্বারা সমবায় তৈরি করে গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করতে হবে।

সরকার কৃষি ও কৃষকদের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বলেছেন কৃষিকে বাঁচাতে হলে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সুসামঞ্জস্য পরিকল্পনা চাই। প্রথমেই চাই কৃষিকে শিল্পের মর্যাদা দিতেহবে। কৃষি ভিত্তিক শিল্পে ও কৃষি সহায়ক শিল্পে ২০ + ২০ শতাংশ, ব্যবসায় ১০ শতাংশ ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যেমন অফিস বা ওই ধরনের প্রতিষ্ঠানে ১০ শতাংশ মানুষকে কাজে লাগিয়ে ১০০ কৃষি মানেই জমি, তাই ওই জমির প্রতি ইঞ্চিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে। কোন অবস্থায় কৃষি জমিকে শিল্প গড়ার নামে গ্রামীণ অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ধ্বংস করা চলবে না। বাড়াতে হবে ও বিজ্ঞানকে ব্যবহার করলে শস্যের ফলন বেশি পাওয়া যাবে ও উৎপাদন ব্যয় কম হবে। এরফলে ভাগচাষি, ক্ষুদ্র চাষি, বৃহৎ চাষি ও ক্ষেতমজুরা আর্থিক ভাবে লাভবান হবে। উক্ত উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে সঙ্গে বাজারজাত না করে উৎপাদক সমবায় এর নামে একটি সমবায় তৈরি করে তাদের হাতে হস্তান্তরিত করলে তারা ওই সম্পদকে গোডাউনজাত করে রাখলে কৃষকরা বেশি লাভবান হবে। উক্ত সময়ে কৃষকদের সমবায়সমিতির ব্যাষ্টিগত অর্থ বা ব্যাঙ্কের তহবিল গ্রহণ করে নানা প্রয়োজন কৃষকদের সাহায্য করতে পারবে। এই পরিকল্পনার ফলে মধ্যোপন্থা ফোঁড়েরা কৃষকদের ওপর আরে কোন দাদাগীরি করতে পারবেনা। উৎপাদিত পণ্যের দ্বারা কুটির শিল্প গড়ে গ্রামের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সাধারণ মানুষের হাতে স্থানান্তরিত হলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে ও ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। মাননীয় শ্রীসরকার আরো বলেছেন এটা করতে হলে একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করে শহর ও গ্রামের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সেই সকল অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে চাই ব্লক ভিত্তিক পরিকল্পনা। আর এই পরিকল্পনার ফলে যুবক যুবতীরা অর্থনৈতিক অভাবে শহর মুখি হবেনা। যে অঞ্চল যতবেশি আর্থিক সাবলম্বী হবে সেই অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক দলদাসে পরিণত হতে হবে না। আজকের রাজনৈতিক নেতাদের দাপটে আর কোনো ভাতৃঘাতী আন্দোরালন হবে না। আগামীতে আর কোনো মাকে বা বোনকে ভাতৃহারা, স্বামীহারা বা পিতৃহারা হতে হবেনা।

কৃষি ও কষ্কদের নিয়ে শ্রী প্রভাতরঞ্জন সরকারের কয়েকটি বড় লিখেছেন, যেমন কৃষি কথা, প্রাউডের অর্থনীতি, প্রাউডের রূপরেখা, কর্ণিকায় প্রাউড বশে কয়েকটি খণ্ড ইত্যাদি ইত্যাদি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বরাকে শিশু নির্যাতনের ঘটনা বেশি, উদ্বেগজনক হাইলাকান্দি, অভিমত আইনজীবী কিশোর কলিতার

হাইলাকান্দি (অসম), ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমে তুলনামূলকভাবে বরাক উপত্যকায় শিশুদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত নির্যাতন হচ্ছে। আর এক্ষেত্রে হাইলাকান্দি জেলার অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বক্তব্য গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের আইনজীবী কিশোর কুমার কলিতার। সোমবার হাইলাকান্দিতে মুদ্রণ মাধ্যমে সাংবাদিকদের এক কর্মশালায় এই মন্তব্য করেছেন কলিতা। ইউনিসেফ এবং অসমের কৃষ্ণকান্ত হ্যান্ডিক রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে অসমের শিশুদের ওপর অপুষ্টির অভাব এবং শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা অবসানের উদ্দেশ্যে আজ সোমবার হাইলাকান্দি জেলার মুদ্রণ মাধ্যমের সাংবাদিকদের জন্য এক আঞ্চলিক মিডিয়া কর্মশালার আয়োজন করা হয়। হাইলাকান্দি শহরের এক 'উৎসব ভবন'-এ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিক মৃণাল তালুকদার। কৃষ্ণকান্ত হ্যান্ডিক রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গণজ্ঞাপন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড় জয়ন্তকুমার শর্মা, বিশিষ্ট সাংবাদিক মৃণাল তালুকদার, গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী কিশোর কুমার কলিতা এদিনের কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনা করেন। অন্যান্যদের আলোচনায় ছিলেন ডিব্রুগড় আসাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডা. তুলিকা গোস্বামী মহন্ত। মূলত রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিক মৃণাল তালুকদারের উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রাণবন্ত কর্মশালায় বক্তারা শিশুদের অপুষ্টির অব্যবস্থার বাস্তব চিত্র তুলে ধরে বিভিন্ন সর্বেক্ষণ ও গবেষণার তথ্য সমেত পর্যালোচনা করেছেন। এছাড়া শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা অবসানের ক্ষেত্রে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে সংবাদপত্র তথা মিডিয়ার যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এ নিয়েও আলোচনা করেন তাঁরা। কর্মশালায় অংশ নিয়ে শিশুদের ওপর নানা ধরনের নির্যাতন ও যৌন পীড়নের তথ্যাদির পরিসংখ্যান তুলে ধরেন গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের আইনজীবী কিশোর কুমার কলিতা। কোনও রাখঢাক না রেখে তিনি আক্ষেপের সুরে জানিয়ে দেন, বরাক উপত্যকার শিশুদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত নির্যাতন হচ্ছে। অসমে তুলনামূলকভাবে বেশি। পরিসংখ্যান এ কথা বলছে। শিশু শ্রমিক, বাল্য বিবাহ, শিশু পাচারের অহরহ ঘটনার পাশাপাশি যৌন নির্যাতনের ঘটনা নেহাৎ কম ঘটছে না, মন্তব্য করে কিশোর কুমার কলিতা এ কথাও স্পষ্ট জানিয়ে রাখেন, এক্ষেত্রে হাইলাকান্দির অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কলিতার ভাষায়, শিশুদের সমৃদ্ধ করে তোলার লক্ষ্যে তাদের সুষ্ঠুভাবে পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ তথা মসৃণ গতিতে প্রতিটি শিশুর শিক্ষা গ্রহণের মৌলিক অধিকারসমূহ যথার্থ কার্যকর করার লক্ষ্যে দ্য প্রটেকশন অব চিল্ড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট বা পোকসো আইন-২০১২ সহ একাধিক আইন বিদ্যমান থাকার পরও আশানুরূপ বাস্তবায়ন হচ্ছে না। আইনজীবী কিশোর কুমার কলিতা স্পর্শকাতর ও অত্যন্ত সংবেদনশীল পরিস্থিতির বিষয়গুলোর অবসানে মুদ্রণ মাধ্যম কীভাবে এটি পরিচালনা করতে পারে এবং কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিতে পারে এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ভূমিকা কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে তিনি তাদের প্রতি আহ্বান জানান। ইউনিসেফ এবং কৃষ্ণকান্ত হ্যান্ডিক রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া প্রকল্পের অধীনে আয়োজিত এদিনের এই কর্মশালায় বরাক উপত্যকার কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি, এই তিন জেলার শিশুদের সুস্বাস্থ্য বিষয়ে অত্যন্ত শোচনীয় বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যান প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করে সার্বিক অবস্থানের ব্যাখ্যা করে করুণ স্থিতির উপশম ঘটানোর বিভিন্ন উপায় নিয়ে কর্মশালায় প্রাণবন্ত আলোচনা করেন ড় জয়ন্ত কুমার শর্মা, ডা. তুলিকা গোস্বামী মহন্ত, প্রবীণ সাংবাদিক মৃণাল তালুকদার ও আইনজীবী কিশোর কুমার কলিতা।

প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ায় বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করলেন বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,০৬ সেপ্টেম্বর।। ভারতের রাজধানী দিল্লিতে প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ায় বঙ্গবন্ধু কর্নারের উদ্বোধন করেছেন বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে দিল্লীর রাইসিনা রোডে অবস্থিত এই কেন্দ্রীয় প্রেস ক্লাবের দ্বিতীয় তলায় সোমবার এই কর্নারের উদ্বোধন করেন তিনি।

বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেন,ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দুই দেশের সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। এই সুসম্পর্ক এগিয়ে নিতে দুই দেশের জনগণের মধ্যে আরো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্য আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে। প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ায় বঙ্গবন্ধু মিডিয়া কর্নারের উদ্বোধনকে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে বর্ণনা করেন বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী।

প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ার সভাপতি উমাকান্ত লাখেরার সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে ভারতে বাংলাদেশের হাই কমিশনার মোহাম্মদ ইমরান, প্রেস মিনিস্টার শাবান মাহমুদ, বাংলাদেশের জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ার সাবেক সভাপতি গৌতম লাহিড়ী এবং সাধারণ সম্পাদক বিনয় কুমার বক্তব্য দেন। প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়া এবং দিল্লিতে বাংলাদেশ হাই কমিশনের যৌথ উদ্যোগে গড়ে তোলা এ বঙ্গবন্ধু কর্নারে একটি গ্রন্থাগার এবং প্রজেকশন হল রয়েছে। এর রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে দুই সংস্থার মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারকও স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর আগে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান মাহমুদ দিল্লির রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে তিনি পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন এবং সমাধি চত্বর ঘুরে দেখেন। ভারত সফর শেষে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর তথ্যমন্ত্রী দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

সিআইডি দফতরে হাজিরা দিচ্ছেন না শুভেন্দু, নিজেই ই-মেল করে জানিয়েছেন

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সিআইডি দফতরে হাজিরা দিচ্ছেন না, সোমবার সকালে সিআইডি-কে ই-মেল করে জানিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক ও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। প্রাক্তন দেহরক্ষী শুভব্রত চক্রবর্তী রহস্য-মৃত্যুর মামলায় শুভেন্দুকে তলব করেছিল সিআইডি। সোমবার তাঁকে ভবানীভবনে তদন্তকারীদের সামনে হাজির হতে বলা হয়েছিল।

কিন্তু, এদিন সকালে শুভেন্দু নিজেই ই-মেল করে জানান সোমবার ভবানীভবনে যেতে পারবেন না তিনি। বিজেপি সূত্রে খবর, দিনভর দলীয় কর্মসূচির জন্য সোমবার বাঁকুড়ায় থাকবেন শুভেন্দু অধিকারী। তাই সিআইডি দফতরে হাজিরা দিতে পারবেন না রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে তৎকালীন তৃণমূলের মন্ত্রী শুভেন্দুর দেহরক্ষী শুভব্রত চক্রবর্তী গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। সেই ঘটনায় সম্প্রতি খুনের অভিযোগ দায়ের করেন শুভব্রতের স্ত্রী। সেই ঘটনারই তদন্ত শুরু করেছে সিআইডি।

দিল্লিতে ইডি-র দফতরে হাজিরা অভিষেকের, বললেন সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দিল্লিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দফতরে হাজিরা দিলেন সাংসদ ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সকালে ইডি-র দফতরে হাজিরা দেওয়ার প্রাক্কালে সাংবাদিকদের অভিষেক জানিয়েছেন, তদন্তকারী সংস্থাকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব। অভিষেকের সংযোজন, 'ইডি আমাকে সমন পাঠিয়েছিল, ৬ সেপ্টেম্বর হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল, তাই এসেছি। যে কোনও তদন্তের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত রয়েছি। তদন্তকারী সংস্থা নিজের কাজ করছে, একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমারও উচিত সহযোগিতা করা। তদন্তকারী সংস্থাকে আমি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব।' কয়লা কেলেঙ্কারির তদন্তে গত ২৮ আগস্ট অভিষেক ও তাঁর স্ত্রীকে নোটিস পাঠিয়ে তলব করেছিল ইডি। হাজিরা দিতে রবিবারই দিল্লিতে পৌঁছন অভিষেক। অভিষেকের স্ত্রী রুজিরাকেও ১ সেপ্টেম্বর ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি। কোভিড পরিস্থিতিতে সন্তানদের কলকাতায় রেখে দিল্লি যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলে ইডি-কে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন রুজিরা।

ভ্রম ও মিথ্যের রাজনীতি করেন রাহুল গান্ধী : সম্বিত পাত্র

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। সম্বিতের মতে, ভ্রম ও মিথ্যের রাজনীতি করেন রাহুল গান্ধী। রাহুলকে তিনি মনে করিয়ে দেন, রাহুল গান্ধী ভালোভাবেই জানেন, কংগ্রেস এখন সভাপতিবিহীন, এজন্য কংগ্রেস কোনও বিষয় উত্থাপন করতে অক্ষম। এজন্য মিথ্যে ছবির মাধ্যমে কংগ্রেস রাজনীতি করছে।

সোমবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে সম্বিত পাত্র বলেছেন, 'নিজেদের সংগঠনকে এগিয়ে না নিয়ে যাওয়া, নিজেদের সংগঠনকে সভাপতি বিহীন রাখা, পরিশ্রম না করা ও অপরের কাঁধে বন্দুক রাখা রাহুল গান্ধীর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।' সম্বিত আরও বলেছেন, 'দেশে যখনই ভ্রম, মিথ্যের রাজনীতি হয়, সেক্ষেত্রে রাহুল গান্ধীর হাত থাকে। রাহুল গান্ধী কৃষক আন্দোলনের পুরানো ছবি টুইট করে সেই ছবিকে বর্তমানের ছবি বলছেন।' রাহুলকে আক্রমণ করে বিজেপির সম্বিত আরও বলেছেন, 'বিশ্বের সবথেকে দ্রুত ও সবথেকে বড় টিকাকরণ অভিযান ভারতে চলছে, গোটা বিশ্ব প্রশংসা করছে, কিন্তু রাহুল গান্ধী টিকারণের পক্ষে একটিও টুইট করেননি।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

মানকাচরে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ছাই বসতবাড়ি, কয়েকটি ছাগল-হাঁস-মুরগির মৃত্যু, হতাহত তিনটি গরু

মানকাচর (অসম), ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার অন্তর্গত খারুয়াবান্ধা পুলিশ ফাঁড়ি এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চর কানাইমারায় গতকাল মধ্যরাতে সংঘটিত এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে জনৈক কৃষকের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে জাহান উদ্দিন নামের কৃষকের বসতঘর সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। পাশাপাশি বহু হাঁস, মুরগি, ছাগল এবং একটি গরু আগুনে পুড়ে মারা গেছে। তাছাড়া দুটি গরু আগুনে ঝলসে আহত হয়েছে বলে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ।

জানা গেছে, কানাইমারা গ্রামের বাসিন্দা জাহান উদ্দিন নামের কৃষকের ঘরে গতকাল রবিবার মধ্যরাত প্রায় ১২টা নাগাদ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। খড়ের সাহায্যে রাতে গরুগুলিকে স্নান করে ঘরে এসে খেয়েদেয়ে ঘুমনোর প্রস্তুতি করছিলেন তিনি। এমন সময় অজ্ঞাতকারণে খড়ের গাঁদা থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে নিমিষে একটি ঘর সম্পূর্ণ ছাই হয়ে যায়। পাশের গোয়াল ঘরে ছিল কয়েকটি গরু, ছাগল ও বহু হাঁস-মুরগি। তারা আগুনের সংস্পর্শে চলে গেলে একটি গরু এবং বেশ কয়েকটি হাঁস মুরগির মৃত্যু হয়। এছাড়া দুটি গরু আগুনের কবলে পড়ে আহত হয়েছে। রন্ধন গ্যাস সিলিন্ডার সহ তাঁর রান্নার সব সামগ্রী নষ্ট হয়ে গেছে। প্রত্যন্ত এলাকায় সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটায় দমকল বাহিনী সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারেনি। তবে স্থানীয় প্রতিবেশীদের সাহায্যে আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছে। এদিকে অগ্নিকাণ্ডে তাঁর প্রায় চার লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি কৃষক জাহান উদ্দিনের।

আরও বিপাকে অনিল দেশমুখ, এবার লুকআউট নোটিশ জারি ইডি-র

মুম্বই, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আরও বিপাকে পড়লেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং এনসিপি নেতা অনিল দেশমুখ। এবার অর্থ তছরুপ মামলায় অনিল দেশমুখের নামে লুকআউট নোটিশ জারি করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এযাবৎ দেশমুখকে পাঁচটি সমন পাঠিয়েছে ইডি, কিন্তু একবারও ইডি-র দফতরে হাজিরা দেননি তিনি। যদি কোনও ব্যক্তি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করা হয়। দেশমুখও হয়তো দেশ ছেড়ে পালাতে পারেন, তাই তাঁর বিরুদ্ধে জারি হল লুকআউট নোটিশ।

প্রসঙ্গত, সিবিআই-এর দায়ের করা দুর্নীতি মামলায়, অনিল দেশমুখ-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অর্থ তছরুপের মামলা দায়ের করেছে ইডি। দেশমুখের বিরুদ্ধে অভিযোগ, মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন পদের অপব্যবহার করেছেন তিনি। দেশমুখের বিরুদ্ধে তোলা আদায়ের গুরুতর অভিযোগ এনেছেন মুম্বইয়ের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিং।

একনাগাড়ে বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে, ফের ধস নামল কালিম্পঙয়ে

দার্জিলিং, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গত কয়েকদিন ধরে একনাগাড়ে বৃষ্টি হয়েই চলেছে উত্তরবঙ্গে, বৃষ্টির জেরে মাটি আলগা হয়ে যাওয়ায় ফের ধস নামল কালিম্পঙয়ে। সোমবার ভোরে ২৯ মাইলের কাছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস নামে। ধসের জেরে কালিম্পঙ ও সিকিমের সঙ্গে শিলিগুড়ির সড়কপথে যোগাযোগ আপাতত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। যদিও, রাস্তা পরিষ্কারের কাজও শুরু হয়েছে। বিগত কিছু দিন ধরে দফায় দফায় বৃষ্টি হচ্ছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বৃষ্টি হচ্ছে কালিম্পঙয়েও, বৃষ্টির জেরে কিছুদিন আগেও ধস নেমেছিল কালিম্পঙয়ে। সোমবার ফের ভূমিধসের ঘটনা ঘটল। ধসের জেরে ২৯ মাইলের কাছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

অনেকটাই কমে গেল টিকাকরণ, ২৪ ঘন্টায় ভ্যাকসিন পেলেন ২৫.২৩-লক্ষ

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রতি রবিবারের মতো এই রবিবারও অনেকটাই কমে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মাত্র ২৫.২৩-লক্ষের বেশি দেশবাসীকে করোনার টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৬৮,৭৫,৪১,৭৬২ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ২৫, ২৩,০৮৯ জনকে।

ভারতে ৫৩.১৪-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৫ সেপ্টেম্বর সারা দিনে ভারতে ১৪,১০, ৬৪৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৫৩,১৪,৬৮, ৮৬৭-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৪,১০,৬৪৯ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮ হাজার ৯৪৮ জন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

মেট্রোর সময়সূচিতে রদবদল, সোমবার থেকেই কার্যকর নতুন নিয়ম

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কলকাতা মেট্রোর সময়সূচিতে বড়সড় রদবদল, কিছুটা হলেও স্বস্তি পেলেন যাত্রীরা। সোমবার থেকেই কার্যকর হয়েছে নতুন নিয়ম, ফলে দৈনিক ট্রেনের সংখ্যা ২৪০ থেকে বেড়ে হল ২৪৬। এবার সোমবার থেকে শুক্রবার সকালে ও সন্ধ্যায় প্রতি ৫ মিনিট অন্তর মেট্রো পাওয়া যাবে। ব্যস্ত সময়ে ভিড় কিছুটা তাহলে কমবে।

করোনা-পরিস্থিতির কারণে এত দিন সর্বশেষ স্টেশন থেকে শেষ মেট্রো ছাড়ার সময় ছিল রাত ৯টা। রদবদলের পর সোমবার থেকে প্রান্তিক স্টেশন থেকে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত সাড়ে ৯টায়। বাড়ানো হয়েছে মেট্রোর সংখ্যাও, সোমবার থেকে ২৪০-এর বদলে পাতালপথে ছুটবে ২৪৬টি মেট্রো। তবে, ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর সময় সারণির কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। আপাতত টোকেন নিয়ে মেট্রোয় যাতায়াত বন্ধই থাকছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

পঞ্জশির উপত্যকা এখন তালিবানদের দখলে : জাবিরুল্লা মুজাহিদ

কাবুল, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পঞ্জশির উপত্যকাও এবার নিজেদের দখলে নিয়ে নিল তালিবান, সোমবার এমনটাই দাবি করেছেন তালিবান মুখপাত্র জাবিরুল্লা মুজাহিদ। তালিবানের প্রধান মুখপাত্র জাবিরুল্লাহ মুজাহিদ সোমবার সকালে দাবি করেছেন, 'পঞ্জশির এখন আমাদের দখলে। গোটা আফগানিস্তানের দখল নিয়েছে তালিবান।' যদিও এই বিষয়ে এখনও আমরুল্লাহ সালেহবা আহমদ মাসুদের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। রবিবারই যুদ্ধবিরতির ডাক দেয় উত্তরের জোট বা নর্দার্ন অ্যালায়েন্স। তালিবানের সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রস্তাবও দেয় তারা। তখনই স্পষ্ট হয়েছিল পঞ্জশিরে ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে আমরুল্লাহ সালেহও আহমদ মাসুদের প্রতিরোধ বাহিনী। তার পরেই সোমবার সকালে তালিবান মুখপাত্র দাবি করলেন, পঞ্জশিরের দখল নিয়েছে তারা। প্রসঙ্গত, পঞ্জশির উপত্যকা দখলে আনার জন্য তালিবান যোদ্ধারা ক্রমাগত আক্রমণ করেছে। দু'তরফেই অনেক প্রাণহানি হয়েছে।

এদিকে, একটি রিপোর্টের মাধ্যমে জানা গিয়েছে, পঞ্জশিরে বোমাবর্ষণ করেছে পাক বায়ুসেনার ড্রোন। পাক বিমানবাহিনী ড্রোনের সাহায্যে রবিবার বোমাবর্ষণ করেছে পঞ্জশিরে, এমনটাই জানা গিয়েছে। এটা যদি সত্যি হয়, তাহলে তালিবানকে এবার প্রকাশ্যেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল পাকিস্তান।

হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বাংলাদেশের বিমানবন্দরে করোনার পিসিআর পরীক্ষা নিশ্চিতের নির্দেশ

মনির হোসেন,ঢাকা,০৬ সেপ্টেম্বর।। বিদেশগামীদের সুবিধার্থে দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোতে করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) জন্য পিসিআর পরীক্ষা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা।

সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনির্ধারিত আলোচনায় এ নির্দেশ দেওয়া হয়। বৈঠক শেষে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন। গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে মন্ত্রীরা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠকে যোগ দেন।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, দ্রুত সময়ের মধ্যে দেশের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে করোনার পিসিআর পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম জানান, প্রথমে রাজধানীর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পিসিআর পরীক্ষা চালু করা হবে। এরপর দেশের বাকি দুটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এটি চালু করা হবে।

কত সময়েরে মধ্যে রিপোর্ট পাওয়া যাবে এমন এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, আমরা কথা বলে দেখেছি চার ঘণ্টার মধ্যেই পিসিআর পরীক্ষার সংশ্লিষ্টরা রিপোর্ট দিতে পারবে।

জাভেদ আখতার- আরএসএস বিতর্কে কড়া মন্তব্য তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জাভেদ আখতার- আরএসএস বিতর্কে ইন্ধন যোগালেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে তালিবানের তুলনা করে বিতর্কে জড়িয়েছেন জাভেদ আখতার। শিল্পীর মন্তব্যের জেরে ঝড় উঠেছে গোটা দেশে। সোমবার তথাগতবাবু টুইটে লিখেছেন, "দূর্মুখ জাভেদ আখতার আরএসএসকে তালিবানের সাথে তুলনা করেছেন। এটা ভালো খবর, বন্ধু! তিনি মোদিজীর বিরুদ্ধে আলেসান্দ্রা মাইনো ওরফে সোনিয়া গান্ধীকে সাহায্য করার জন্য "মৌত কা সওদাগর" স্লোগান তৈরি করেছিলেন। ফলাফল দেখুন! মোদিজী বাড়ি পেলেন! কিন্তু প্রশ্ন হল: তাঁরা কেন এমন কথা বলেন? উত্তর হল: জাভেদ আখতার অন্তরে ইসলামী মৌলবাদী। তাঁরা তালেবানদের দ্বারা আফগানিস্তান দখল করায় ভিতরে আনন্দিত! তাঁদের "ধর্মনিরপেক্ষ" পোশাকের নীচে পুরো গুচ্ছ জিহাদি এবং আমাদেরকে কাফের মনে করেন। যাঁরা আশা করে, কাফেররা জাহান্নামে জ্বলবে। আর তাঁরা তাদের স্বর্গে উপভোগ করবে!"

প্রসঙ্গত, অতি সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে গীতিকার জাভেদ আখতার মন্তব্য করেছেন, "তালিবান বর্বর, তাদের কাজ নিন্দনীয়। কিন্তু আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আর বজরং দলের কাজের সমর্থন করা মানুষরাও তালিবানের থেকে আলাদা নয়।" তাঁর মন্তব্য ঘিরে বিজেপির একাধিক নেতা তুমুল সমালোচনা করেছেন। এমনকি মুম্বইয়ের ঘাটকোপারের বিজেপি বিধায়ক রাম কদম নিদান দিয়েছেন হাতজোড় করে ক্ষমা না চাইলে গোটা দেশেই বন্ধ হয়ে যাবে জাভেদ আখতারের ছবির প্রদর্শন।

করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে সামনে এসেছে হিমাচল : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হিমাচল প্রদেশকে 'চ্যাম্পিয়ন' আখ্যা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'হিমাচল প্রদেশে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা ছিল, পাহাড়ি রাজ্য হওয়ায় লজিস্টিক সমস্যা রয়েছে, করোনা-টিকার স্টোরেজ ও ট্রান্সপোর্টেশনেও সমস্যা রয়েছে। কিন্তু জয়রাম ঠাকুরজির সরকার যেমন ব্যবস্থা বিকশিত করেছেন, পরিস্থিতি সামলেছেন, তা প্রশংসনীয়।' মোদী বলেছেন, '১০০ বছরের সবথেকে বড় মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হিমাচল প্রদেশ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে সামনে এসেছে। হিমাচল প্রদেশ ভারতের প্রথম রাজ্য, যেখানে যোগ্য টিকা প্রাপকদের অন্ততপক্ষে করোনা টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে।'

সোমবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হিমাচল প্রদেশের স্বাস্থ্যসেবা কর্মী ও কোভিড টিকা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'শুধুমাত্র একজন প্রধান সেবক হিসেবেই নয়, বরং পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে হিমাচল প্রদেশ আমাকে গর্বিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে।''''

উল্লেখ্য, হিমাচল প্রদেশে ইতিমধ্যেই মোট প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার ১০০ শতাংশ মানুষ করোনা-টিকার প্রথম ডোজ পেয়েছেন।

মানকাচরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামে ২৪৪৮টি নেশার ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত, গ্রেফতার এক

মানকাচর (অসম), ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার মানকাচর থানা এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ২ নম্বর পূবেরগাওঁয়ে আজ সোমবার ভোররাতে পুলিশ ও সিআরপিএফের যৌথ অভিযানে এক ড্রাগস কারবারি বিপুল পরিমাণের নেশাজাতীয় ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার হয়েছে।

মানকাচর থানার ওসি নিতাইচন্দ্র রায় জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজ ভোররাত প্রায় ৩:০০টা নাগাদ ২ নম্বর পূবেরগাওঁয়ে ৪৮ ই সিআরপিএফ এবং পুলিশ বাহিনী নিয়ে ড্রাগস-বিরোধী যৌথ অভিযান চালান তিনি। গ্রামের প্রয়াত আবদুল বাতেনের ৩২ বছরের ছেলে জিয়াদুর ইসলাম (৩২) ওরফে গাদু ওরফে মাঝির ঘরে অভিযান চালান তাঁরা। অভিযানে জিয়াদুরের ঘর থেকে ২,৪৪৮টি ডব্লিউওয়াই ইয়াবা ব্র্যান্ডের নেশাজাতীয় ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেই সঙ্গে জিয়াদুল ইসলামকে আটক করে থানায় নিয়ে আসেন তাঁরা।

ওসি জানান, ইতিমধ্যে ড্রাগস কারবারি জিয়াদুল ইসলামের বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর নির্দিষ্ট ধারায় গ্রেফতার করে হাটশিঙিমারির বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হয়েছে। আদালত তাকে ধুবড়ি জেলা কারাগারে পাঠিয়ে দিয়েছে।

টানা প্রায় চার মাস পর সোমবার থেকে কোভিড বিধির আবর্তে অসমে খুলেছে কলেজ

গুয়াহাটি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গত ১ সেপ্টেম্বর জারিকৃত এসওপি অনুযায়ী আজ সোমবার থেকে স্নাতকোত্তর বা সমপর্যায়ের পাঠ্যক্রম, স্নাতক বা সমপর্যায়ের পাঠ্যক্রম এবং উচ্চ মাধ্যমিকের চূড়ান্ত বর্ষের সীমিত সংখ্যার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং স্কুলের শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পর্ব শুরু হয়েছে। প্রায় চার মাস পর আজ সকালে নির্দিষ্ট সময় থেকে ছাত্রছাত্রীদের কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছিল রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের কলেজ। তবে সরকারি নির্দেশ মোতাবেক একেকটি শ্রেণিকক্ষে সর্বাধিক ৩০ জন ছাত্রছাত্রী এক সঙ্গে বসে পাঠগ্রহণ করেছেন আজ। আজ যে সকল ছাত্রছাত্রী কোভিড প্রতিষেধকের অন্তত প্রথম ডোজ গ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছে কলেজে। নয়া এসওপি অনুযায়ী, উচ্চ মাধ্যমিকের চূড়ান্ত বর্ষের ক্ষেত্রে ১৮-অনূর্ধ ছাত্রছাত্রীরা কোভিড প্রতিষেধক ছাড়াই নির্ধারিত সংখ্যায় শ্রেণিকক্ষে বসে পাঠগ্রহণ করতে পারবেন, বলা হযেছে নযা সওপিতে। তবে ইতিমধ্যে ১৮ বছরের ঊর্ধ উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বর্ষের যে সকল ছাত্রছাত্রী প্রথম ডোজ কোভিড ভ্যাকসিন নিয়েছেন তাঁরা আসতে পারবেন তাঁদের শ্রেণিকক্ষে। সে অনুযায়ী চলেছে আজকের ক্লাশ। এদিকে গত দুদিন থেকে সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ ভ্যাকসিনপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারী এবং ছাত্রছাত্রীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। কলেজগুলির গোটা চত্বর, শ্রেণিকক্ষ, কার্যালয় ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে স্যানিটাইজ করা হয়েছে। কলেজের প্রবেশদ্বারে ছাত্রছাত্রীদের ইনফ্রারেড থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা পরীক্ষার পাশাপাশি হ্যান্ড স্যানিটাইজও করা হয়েছে, মুখে মাস্ক পরে, সামাজিক দূরত্ব মেনে যাবতীয় কোভিড বিধি অবলম্বন করে আজ কলেজে পঠন-পাঠন সম্পন্ন হয়েছে বলে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খবর এসেছে। জানা গেছে, আজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিকের চূড়ান্ত বর্ষের কলা ও বাণিজ্য শাখা এবং দুটি শাখারই পঞ্চম ষাণ্মাষিকের পাঠদান নিয়মিত ভাবে শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে এই দুই বর্ষের কলেজ পড়ুয়াদের সিংহভাগই প্রথম এবং দ্বিতীয় ডোজ ভ্যাকসিন নিয়েছেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

করোনাভাইরাস: বর্তমান প্রেক্ষাপটে সামাজিকতা

মানুষ সামাজিক জীব। তবে করোনাভাইরাসের ছোঁবলে থমকে গেছে যেন সেই সামাজিকতা। বন্ধুর সঙ্গে কাঁধে হাত রেখে হাঁটা, আড্ডার মাঝে অট্টহাসি, বহুদিন পরে প্রিয় কোনো মানুষের সঙ্গে দেখা হলে তাকে বুকে টেনে নেওয়া, সহকর্মীর সঙ্গে হাত মেলানো এসবই যেন এখন আতঙ্ক। বন্ধু তো বন্ধুই, লাখো মানুষ আজ নিজের পরিবার থেকেও বিচ্ছিন্ন। মূদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মতো সামাজিক দূরত্বের ক্ষেত্রেও মানুষের মাঝে ভিন্নতা আছে। কিছু মানুষ সুযোগ থাকার পরও নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার সর্বাত্বক চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আবার তার আশপাশেই কিছু মানুষ ঝুঁকি নিয়েই আড্ডায় মেতে উঠছেন ঘরে কিংবা বাইরে। তবে এভাবে আর কতদিন? এই মহামারী শেষ হওয়ার ক্ষীণ আশাও যখন নেই, তখন তাকে সঙ্গী করেই সামাজিক জীবনকে নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। এজন্য জানতে হবে নিরাপদ দূরত্বে থেকেও কীভাবে সামাজিকতা রক্ষা করা যায়, পারস্পারিক সৌহার্দ বজার রাখা আপনাকেই। তার সুরক্ষার কথা ভেবে হলেও আদৌ দাওয়াত দেবেন কি-না সেটা ভাবতে হবে। আর আপনিই যদি সেই দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি হন এবং নিজে সুরক্ষিত থাকতে চান হবে দাওয়াত ভদ্রভাবে ফিরিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। অতিথিকে কোথায় বসাবেন?ঘরে অতিথি আসার কারণে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে তাদেরকে বসতে দেওয়া নিয়ে। বাইরে থেকে আসা অতিথিকে কী আপনার সোফায় বসতে দেবেন? ব্যবহার করতে দেবেন টেলিভিশনের 'রিমোট'? এতে ঘরেই ভাইরাস

ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া তো যায়না। যারা গ্রামে থাকেন তাদের জন্য ব্যাপারটা সহজ করে দিতে পারে উঠান। শহরের যাদের এমন বাড়ি সামনে

খোলা জায়গা আছে তারাও একই সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। তবে ফ্ল্যাট বাসায় সেই সুযোগ নেই, অতিথিকে বসার ঘরে, এমনকি শোবার ঘরেও বসতে দিতে হতে পারে।

তাদের আপ্যায়ন হয়ত আপনার 'ডাইনিং টেবিল'য়েই হবে, যা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি খাওয়ার জন্য নিজস্ব বাসনপত্র নিয়ে যাওয়ার ভাবনাটা অনেকের ক্ষেত্রেই হয়ত বাড়াবাড়ি মনে হতেপারে। তবে তা করতে পারলে অবশ্যই ভালো। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল আপনি কতটুকু ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত এবং তার কারণে অন্যের উপর কী প্রভাব পড়তে পারে?

আপনি হয়ত ভাবছেন, "আমি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, বয়স কম, শ্বাসতন্ত্র দুর্বল করে এমন কোনো বদভ্যাস আমার নেই, লকডাউনের অধিকাংশ সময় ঘরেই কাটিয়েছি এবং এতদিনেও যেহেতু করোনাভাইরাস হয়নি তাহলে আমার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও শক্তিশালী। তাহলে আমার এত সাবধান হওয়া দরকার নেই।"

প্রথমত, আপনি যে নিরাপদ, এতদিন হয়নি বলে যে এখন হবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যদি ধরে নেওয়া হয় যে আপনার আসলেই কিছু হবে না, তারপরও কথা থেকে যায়। আর তা আপনার বাহক হওয়ার সম্ভাবনা। ভাইরাস হয়ত আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দমাতে পারেনি তবে তেমনি ঘরে আসা অতিথিকেও হাত ধোয়ার ব্যাপারে উৎসাহীত করতে হবে।

শৌচাগার ব্যবহার ঘরের সদস্য কিংবা অতিথি, একজন শৌচাগার ব্যবহারের পর তা আরেকজন ব্যবহারের মাঝে দুই মিনিটের ব্যবধান থাকা উচিত। 'ফ্লাস করার আগে 'কমোড'য়ের ঢাকনা নামানোর অভ্যাস করতে হবে। 'টয়লেট টিস্যু' সবার জন্য আলাদা করা কঠিন, তাই চেষ্টা করতে পারেন নিজের ব্যবহারের টিস্যু নিজের সংগ্রহে রাখা যাতে

শৌচাগারের টিস্যু আপনাকে স্পর্শ করতে না হয়। শৌচকাজ শেষে হাতে সাবান দেওয়ার অভ্যাস সবারই নিশ্চয়ই আছে, তবে হাত মোছার তোয়ালের কী হবে? এখানেও কাজে আসতে পারে আপনার পকেটে থাকা টিস্যু। অথবা কাপড়ের তোয়ালের বদলে 'পেপার টাওয়াল' ব্যবহার করা বেশি কার্যকর হবে। বিশেষ করে অতিথি আসলে। এই সকল টিস্যু ফেলার যে ঝুড়ি তা অবশ্যই ঢাকনাওয়ালা হতে হবে। অতিথি চলে গেলে পুরো শৌচাগার জীবাণুমুক্ত করতে হবে। প্রয়োজনে বদলে ফেলতে হবে 'টয়লেট টিস্যু রোল'। শিশু ও

যায়। যুক্তরাজ্যে এমন কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইংল্যান্ডে সর্বোচ্চ ছয়জন মানুষের দল একত্রিত হতে পারবেন পরস্পর থেকে ছয় ফিট বা দুই মিটার দূরত্ব বজায় রেখে। একই নিয়ম উত্তর আয়ারল্যান্ডের জন্য প্রযোজ্য। স্কটল্যান্ডে দুই পরিবারের সর্বোচ্চ আটজন মানুষ ঘরের বাইরে একত্রিত হতে পারবেন একই পরিমাণ দূরত্ব বজায় রেখে। ওয়েলস'য়েও একই নিয়ম। কীভাবে নিরাপদে একাধিক মানুষ একত্রিত হতে পারেন- এবিষয়ে জানার জন্য আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা বিবিসি ব্রিটিশ চিকিৎসক এবং টেলিভিশন উপস্থাপক ডা. জ্যান্ড ভ্যান টুলিকেনের শরণাপন্ন হয়। সেই প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত। কাকে দাওয়াত দেবেন?

করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি মানুষ ভেদে ভিন্ন। তাই সামাজিক সাক্ষাতের জন্য কাকে ডাকবেন এবং তাতে তার ঝুঁকি কতটা প্রভাবিত হয় সেটা আগেই ভেবে নিতে হবে। একজন বয়স্ক এবং স্থূলকায় ব্যক্তিকে গল্প করার জন্য ঘরে ডেকে আনা উভয়কেই যতটা ঝুঁকিতে ফেলছে তার তুলনায় এক তরুণ দম্পতিকে দাওয়াত করার ঝুঁকি অনেকাংশেই ভিন্ন। আবার একবার ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এমন ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি পুরোপুরি ভিন্ন। বয়স্ক এবং স্থূলকায় ব্যক্তিকে দাওয়াত করার আগে তাকে এই ভাইরাস নিয়ে সতর্ক করতে হবে বাড়াবে কয়েকগুন। বাসায় ছাদে যাওয়ার সুযোগ থাকলে কিছুটা ঝুঁকি কমবে, তবে সেটাও সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বাইরের অতিথিকে ঘরে আনতেই যদি হয় তবে তাদেরকে পুরোটা সময় মাস্ক পরিধান করতেই হবে। ঘরেরপ্রবেশের পর প্রথম কাজ হবে হাত ধোয়া। তবে এই পরিস্থিতিতে আমন্ত্রণকারীর চাইতে অতিথিরই বেশি আন্তরিক হওয়া জরুরি। সম্ভব হলে সঙ্গে করে পরিষ্কার পোশাক নিয়ে যান এবং আমন্ত্রণকারীর সুরক্ষার স্বার্থে সেখানেই গিয়েই গোসল করে কিংবা অন্তত হাত ধুয়ে বাইরে পরা পোশাক পাল্টে পরিষ্কার কাপড় পরে নিন। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ওই বাসার জিনিসপত্র স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন। সামাজিক দূরত্ব পরস্পর থেকে দুই মিটার বা ছয় ফিট দূরত্ব রাখাই হল সামাজিক দূরত্বের নুন্যতম চাহিদা। ঘরের বাইরের কারও সঙ্গে আলাপ, রাস্তায় হাঁটাচলা, কর্মক্ষেত্র সবক্ষেত্রেই তা বজায় রাখার জন্য প্রতিটি মানুষের এই দূরত্বের আন্দাজ থাকা উচিত। পাশাপাশি গল্পের মাঝে দূরত্বের কথা ভুলে গেলেও চলবে না। আড্ডার হাসির তালে হোক কিংবা কোনো কারণে সান্তনা দিতে গিয়ে মানুষ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে, পিঠ চাপড়ে দেয়, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় ইত্যাদি অনেককিছুই প্রচলিত অঙ্গভঙ্গি আছে যার সবকিছু থেকেই পরস্পরকে বিরত থাকতে হবে। খাবার ও বাসনপত্র- দাওয়াত তা যদি আপনার শরীরে থেকে থাকে তবে আপনার মাধ্যমে অন্যকে আক্রান্ত করার ক্ষমতা রাখে যার অসংখ্য উদাহরণ আমরা দেখেছি। 'অ্যাসিমোম্যাটিক' অর্থাৎ যাদের 'কোভিড-১৯'য়ের কোনো উপসর্গ তো নেই, তবে তার শরীরে ভাইরাস আছে এবং তা অন্যদের মাঝে ছড়াচ্ছে। তাই সাবধানতা অবলম্বনের কোনো বিকল্প নেই। হাত ধোয়া ঘরের বাইরে যখন সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার সুযোগ নেই তখন 'হ্যান্ড স্যানিটাইজার' ব্যবহারের অভ্যাসটা বেশ ভালোই রপ্ত করতে পেরেছি আমরা। যারা পারেন-নি নিঃসন্দেহে তাদের অভ্যাসটা গড়া উচিত। তবে ঘরে থাকাবস্থায় কিছুক্ষণ পরপর সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাসটা আমাদের তেমন শক্তিশালী হয়ত হয়নি। হয়ত ভাবছেন ঘরেই তো আছি, এতো হাত ধোয়ার কি দরকার। আপনার ঘরে বসে একই কথা ভাবতে পারেন আপনার অতিথিও। আবার আপনি হয়ত বাইরে যাচ্ছেন না, তবে ঘরে বাজার ও অন্যান্য সদাই আসছে, অফিস করা কিংবা বাইরে থেকে একটু হেঁটে ইত্যাদি কারণেও দিনে একবারের জন্য হলেও কেউ না কেউ তো বাইরে যাচ্ছে। তাদের মাধ্যমে কিংবা বাজারের ব্যাগের সঙ্গেও আপনার ঘরে ভাইরাস আসতে পারে। তাই ঘরে থাকলেও হাত ধোয়ার প্রয়োজনীয় ফুরিয়ে যায় না। তাই নিজে যেমন হাত ধুতে হবে আলিঙ্গন একে অপরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের ক্ষেত্রে আলিঙ্গনের ভূমিকা বলে শেষ করা সম্ভব নয়। বর্তমান পরিস্থিতির কারণে আমরা পরিণত বয়স্কদের সঙ্গে কোলাকুলি ব্যতিত ঈদ হয়ত পার করতে পেরেছি, তবে পরিবারের ছোট বাচ্চাদের কোলে নেওয়া, আলিঙ্গন করা থেকে বিরত থাকা আসলেই কঠিন, অনেকটা নির্মম এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা এড়ানো যায় না। এসব ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর মনে হলেও আলিঙ্গনের সময় চেষ্টা করতে হবে অপর ব্যক্তি পুরোপুরি জড়িয়ে না ধরার এবং পরস্পরের মুখ বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে রাখার। মুখোমুখি আলিঙ্গনে ঝুঁকি সবচাইতে বেশি, তবে ছোট বাচ্চা আপনার পা জড়িয়ে ধরলে সেখানে ঝুঁকি কিছুটা কম।

তবে আলিঙ্গন না করারই সর্বাত্বক চেষ্টা করতে হবে।অতিথি আপ্যায়ন শেষে পরিষ্কার অভিযান করোনাভাইরাস কীভাবে ছড়ায় তা আমরা সবাই কমবেশি জানি। তাই ঘরে অতিথি আপ্যায়ন শেষে পুরো পরিবারের উচিত পুরো ঘর পরিষ্কারের অভিযানে নেমে পড়া। প্রতিটি আসবাব, মেঝে, শৌচাগার, সকল সমতল জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। মনে রাখতে হবে, করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে আপনার সবচাইতে নিরাপদ আশ্রয় আপনার নিজ ঘর, তাই একে ভাইরাসমুক্ত রাখা আপনার সবচাইতে বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ঘামে দুর্গন্ধ হওয়ার কারণ

খাদ্যাভ্যাস, ওজন, শারীরিক অবস্থা ইত্যাদি কারণে ঘামে দুর্গন্ধ হতে পারে।দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে ঘাম হওয়াটা শরীরের স্বাভাবিক কার্যপদ্ধতি।প্রাকৃতিকভাবেই ঘাম গন্ধহীন। তবে দুর্গন্ধ তখনই হয় যখন ত্বকে থাকা ব্যাক্টেরিয়ার সংস্পর্শে ঘাম যুক্ত হয়।স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে ঘামের দুর্গন্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানানোহল। ওজন বৃদ্ধি: শরীর আর্দ থাকে এমন স্থানে থাকা ব্যাক্টেরিয়ার কারণে ঘামে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হতে পারে। স্বাভাবিকেরচেয়ে ওজন বেড়ে গেলে, ত্বকের ভাঁজ ঘাম ধরে রাখে এবং এটা ব্যাক্টেরিয়া সৃষ্টিতে ইতিবাচক প্রভাব রাখে। ফলেঘামে দুর্গন্ধ দেখা দেয়। অতিরিক্ত মসলাদার খাবার: আমরা ঠিক যা খাই তার প্রভাব পড়ে ঘামে। রসুন ও পেঁয়াজের মতো খাবারকেবল মুখেই গন্ধ তৈরি করে না বরং এটা শরীরেরও গন্ধের সৃষ্টি করে। কারণ এসব মসলা-জাতীয় খাবারশরীর যখন ভাঙে তখন সালফার-জাতীয় যৌগ নিঃসৃত হয়। এগুলো স্থায়ীভাবে ত্বক ও ঘামের সঙ্গে বিক্রিয়াকরে দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে।প্রতিদিন 'ক্রুসিফেরাস' ধরনের খাবার খাওয়া: মসলার মতো ক্রুসিফেরাস সবজি- বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রকলিইত্যাদি সবজি সালফার সমৃদ্ধ। তবে কেবল ঘামের দুর্গন্ধের কথা চিন্তা করে এসব পুষ্টিকর খাবার বাদ দেওয়াঠিক নয়। একেবারে বাদ না দিয়ে বরং পরিমাণ কিছুটা কমাতে পারেন।অসুস্থতা: শারীরিক সমস্যা যেমন- ডায়াবেটিস ও থায়রয়েডের কারণে ঘাম বেশি হতে পারে। নানান ধরনেরওষুধও দুর্গন্ধের জন্য দায়ী। তবে হঠাৎ ঘামের গন্ধে পরিবর্তন কিডনি বা যকৃতের সমস্যার লক্ষণ। তাই এমনসমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।মানসিক চাপ: মানসিক চাপ বা উদ্বেগের ফলে অ্যাপোক্রিন গ্রন্থির কাজ বেড়ে যায়, এতে ঘাম হয় বেশি এবং এইগ্রন্থি দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে।মেনোপোজ: এই সময়ে এস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রা কমতে থাকে এবং শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় ঘামবেশি হয়। হরমোনের পরিবর্তনের কারণে মানসিক পরিবর্তন হয় এবং মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়, যা ঘামের দুর্গন্ধসৃষ্টি জন্য দায়ী।এই সমস্যা থেকে বাঁচতে, বাতাস চলাচল করে এমন তন্তুর পোশাক পরা ভালো। ঘামের গ্রন্থির জন্য ভালো নয়এমন খাবার ও পানীয় এড়িয়ে চলা উচিত। এছাড়াও, বাড়তি সুরক্ষা হিসেবে সুগন্ধি ব্যবহার করা যেতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপের সঙ্গে লবণের সম্পর্ক

আদায়-কাঁচকলা নয়, উচ্চ রক্তচাপের সঙ্গে লবণের রয়েছে মধুর সম্পর্ক।উচ্চ রক্তচাপ যাদের আছে সম্ভবত তাদের মধ্যে সকলেই শুনেছেন লবণ কম খাওয়ার উপদেশ। শুধু তাই নয়,উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা যাতে না হয় সেজন্য লবণ কম খাওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়।ভারতের ফোর্টিস হাসপাতালের 'ইন্টারনাল মেডিসিন' বিশেষজ্ঞ ডা. রাজিব গুপ্তা স্বাস্থ্যবিষয়ক একটিওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "লবণ আর উচ্চ রক্তচাপের মধ্যকার সম্পর্ক জানতে হবে আগে বুঝতেহবে লবণ কীভাবে শরীরে খারাপ প্রভাব ফেলে।"ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ডা. রাজিব বলেন, "লবণের কারণে বৃক্ক বেশি পানি ধরে রাখে। বৃক্কের কাজ হল রক্তে থাকাঅতিরিক্ত পানি ছেঁকে মুত্রথলিতে পাঠানো, যা প্রস্রাবের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। যাকে বলে 'অসমোসিস'। এইপদ্ধতি চলার সময়ে অতিরিক্ত পানি বের করার জন্য পটাসিয়াম ও সোডিয়ামের মধ্যে অত্যন্ত সংবেদনশীলভারসাম্য ধরে রাখে বৃক্ক। লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা বাড়ায় এবং বৃক্কের পানিঅপসারণ ক্ষমতা কমায়।"চিকিৎসকরা বলেন, "রক্তনালীতে তরলের মাত্রা বেশি হলে সেগুলোর ওপর বাড়তি ধকল যায়। সেই ধকলসামলানো জন্য রক্তনালী পুরু হতে থাকে, ফলে তার ভেতরের রক্ত সঞ্চালনের জায়গা কমতে থাকে। এতে চাপ আরও বাড়ে। এই অবস্থায় অতিরিক্ত লবণ খাওয়া হলে রক্তনালী ফেটে যাওয়া কিংবা তার ভেতরে রক্ত জমাটবেঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এমনটা হলে শরীরে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, মস্তিষ্ক এবংহৃদযন্ত্র।"ডা. গুপ্তা বলেন, "হৃদযন্ত্রে রক্ত সরবরাহকারী রক্তনালী ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেখানে অক্সিজেন ও অন্যান্য পুষ্টিউপাদানসমৃদ্ধ রক্ত পৌঁছানোর মাত্রা কমবে।

রূপচর্চায় লেবুর ব্যবহার

ত্বকের কালচেভাব কমানো, খুশকি দূর কিংবা দাঁত সাদা করতে লেবুর রস বেশ কার্যকর।গরমকালে একগ্লাস লেবুর শরবত শরীরে দেয় প্রশান্তি। খাবারে লেবুর রস বাড়ায় স্বাদ। পাশাপাশি ভিটামিনসি'র সবচেয়ে ভালো উৎস হিসেবে লেবু যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও কাজ করে সে কথা সবারই জানা।আর এই লেবু রূপচর্চাতেও ব্যবহার হয় নানানভাবে।রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সৌন্দর্য-চর্চায় লেবুর নানান ব্যবহার সম্পর্কেজানানো হল।মুখে ব্যবহার: লেবু প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ যা ত্বক ভালো রাখতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজকরে। এই ভিটামিন ত্বকের ক্ষয় দূর করে এবং অকালে বয়সের ছাপ পড়া থেকে রক্ষা করে।লেবু অ্যাস্ট্রিনজান্ট সমৃদ্ধ সিট্রাস ফল যা ত্বক মসৃণ রাখে, গরম ও ঘামের কারণে হওয়া তৈলাক্তভাব কমায়। এরঅ্যান্টিসেপ্টিক উপাদান ত্বকের মৃতকোষ এবং ব্রেক আউট দূর করে।ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে প্যাকের সঙ্গে লেবু মিশিয়ে ব্যবহার করুন।ডাবের পানির সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে ত্বকে ব্যবহার করে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করুন। তারপর পরিষ্কার পানিদিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এটা তৈলাক্ত ত্বকে খুব ভালো কাজ করে।যাদের ত্বক শুষ্ক তারা ডাবের পানির সঙ্গে মধু মিশিয়ে ত্বকে ব্যবহার করুন, ত্বক মসৃণ হবে।মাথার ত্বকে ব্যবহার: লেবুতে আছে অ্যান্টিসেপ্টিক ও প্রদাহরোধী উপাদান যা মাথার ত্বকে পরিষ্কার করে খুশকিও রুক্ষতার বিরুদ্ধে কাজ করে। এটা উচ্চ পিএইচ সমৃদ্ধ যা চিটচিটেভাব কমায় ফলে খুশকি দূর হয়। মাথার ত্বক পরিষ্কার করতে অ্যালো ভেরা জেলের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে চুলের গোড়ায় ব্যবহার করুন। ২০মিনিট অপেক্ষা করে মৃদু শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিন ও কন্ডিশনার ব্যবহার করুন। এতে খুশকি কমার পাশাপাশিচুলের গোড়া শক্ত হবে, চুল পড়া কমবে।কালচেভাব দূর করতে: কালচে কনুই ও হাঁটুর সমস্যা অনেকেরই আছে। এই দাগ হালকা করতে এসব জায়গায়লেবু ও লবণের মিশ্রণ ঘষুণ। ভিটামিন এ এবং সিট্রিক অ্যাসিড এক্ষেত্রে চমৎকার কাজ করে। ভালো ফলাফলের জন্য সপ্তাহে দুতিনবার লেবু ও লবণের মিশ্রণ আক্রান্ত স্থানে ব্যবহার করুন।ঠেঁটে ব্যবহার: গরমকালেও ঠেঁট হতে পারে শুষ্ক ও মলিন। এই সমস্যা দূর করা যায় লেবুর সাহায্যে।লেবুর রস ও বাদামি চিনি মিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করে ঠেঁট এক্সফলিয়েট করে নিন। লেবুর অ্যাসিডিক ড` পাদানবাসায নিক এক্সফলিয়েটরের চেয়ে ভালো। চিনির দানাদার অংশ সরাসরি এক্সফলিয়েটরের কাজ করে। লেবু ও চিনির সংমিশ্রণ ত্বকের মৃত কোষ দূর করতেও কার্যকর।লেবু ও চিনির মিশ্রণ আলতোভাবে ঠেঁটে মালিশ করে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।দাঁতে ব্যবহার: ঝলমলে হাসির জন্য চাই ঝকঝকে সাদা দাঁত। দাঁত সাদা করতে লেবুর তৈরি 'হোয়াইটেনিংপ্যাক' বেশ কার্যকর। বেইকিং সোডা ও লেবুর রস একসঙ্গে মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন এবং তা দাঁতের ওপরেপাতলা করে প্রলেপ দিয়ে রাখুন। এরপর টুথব্রাশের সাহায্যে দাঁত মেজে নিন এবং পরিষ্কার পানি দিয়ে মুখপরিষ্কার করে ফেলুন। দাঁত ঝকঝক করবে।

অসমের বন্ধ দুই কাগজ কলের অসহায় কর্মচারীদের সঙ্গে সবসময় থাকবে কংগ্রেস : সাংসদ প্রদ্যুৎ

গুয়াহাটি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি অসমের বন্ধ দুটি কাগজ কলের অসহায় শ্রমিক-কর্মচারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে সবসময় সঙ্গে থাকবে। দাবি দলীয় সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈয়ের। আজ সোমবার অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর রাজীব ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কাগজ কল সম্পর্কে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে বহু প্রশ্ন তুলেছেন সাংসদ।

হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশন লিমিটেড (এইচপিসিএল)-এর আধীনস্থ অসমের বন্ধ দুই ভারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান বরাক উপত্যকার কাছাড় ও জাগিরোডে নগাঁও কাগজকলের কর্মচারীদের আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আবাসন খালি করতে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন সরকারি লিকুইডেটর কুলদীপ ভার্মা। ওই সময়ের মধ্যে আবাস খালি না করলে শাস্তির সম্মুখিন হতে হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে হুমকি দিয়েছেন লিকুইডেটর। কুলদীপের এই বিজ্ঞপ্তিকে হঠকারী আখ্যা দিয়ে সাংসদ বরদলৈ বলেন, কাগজকলের অসহায় কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অহংকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর কোনও যুক্তিসংগত কারণ নেই। তিনি বলেন, অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (এপিসিসি)-র সভাপতি ভূপেনকুমার বরা গত ৪ সেপ্টেম্বর তাঁকে (সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ) চেয়ারম্যান করে এপিসিসি-র দুই কার্যনির্বাহী সভাপতি বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ এবং বিধায়ক জাকির হুসইন শিকদারকে ভাইস-চেয়ারম্যান করে এইচপিসিএল-এর অধীনস্থ নগাঁও এবং কাছাড় কাগজ কল কর্মচারীদের সমস্যা নিবারণ করতে একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন। এর পর গতকাল ৫ সেপ্টেম্বর তাঁর নেতৃত্বে জাগিরোডে নগাঁও কাগজ কল কর্মচারীদের এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

প্রতিনিধি দলের উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তা সাংসদ জানান, কাগজ কল দুটির কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরে কর্মহীন, ৫৮ মাস থেকে বেতন নেই। ইতিমধ্যে ৯৩ জন কর্মচারীর বিনা চিকিৎসায় অকালমৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি সরকার তাঁদের সমস্যা সমাধান করার পাশাপাশি দুটি কাগজ কলকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তা না করে উভয় সরকার এই সকল কর্মচারীর সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তাঁর নেতৃত্বাধীন কমিটি কাগজ কল কর্মচারীদের তাঁদের আবাসগৃহ খালি করা সম্পর্কিত সরকারি নির্দেশের খুঁটিনাটি যাচাই করেছে। এর পর সমগ্র ঘটনাবলি সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্ত প্রদেশ কংগ্রেস গ্রহণ করেছে। এগুলি যথাক্রমে কাগজ কল কর্মচারীদের প্রতি সহায়তার হাত বাড়াতে হবে সরকারকে। প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাগজ কল দুটিকে পুনরুজ্জীবিত করার পাশাপাশি কর্মচারীদের প্রাপ্য বেতন প্রদান করতে হবে। এইচপিসিএল কর্তৃপক্ষ অসম এবং মিজোরামের কিছু কিছু স্থান থেকে বাঁশ সংগ্রহ করে কাগজ তৈরি করার জন্য ১০০ বছরের লিজ পেয়েছিল। অথচ এই কোম্পানিকে তালাবন্ধ করে রহস্যজনকভাবে কারোর ব্যক্তিগত মুনাফার স্বার্থে বাঁশ সংগ্রহের দায়িত্ব ব্যক্তি-বিশেষের হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে সরকার। অভিযোগ, কোম্পানিকে সরানোর পেছনে কাহিনি হলো, বাঁশ এবং ইথানল জাতীয় উচ্চ চাহিদা-সম্পন্ন ও উচ্চমূল্যে সামগ্রী তৈরি করার জন্য পাঠানোর এক অভিসন্ধি রচনা করছে রাজ্য সরকার।

ঠিক এভাবে পাঁচগ্রামের তেল খাদ কোন চুক্তিতে বেসরকারি হাতে তুলে দিতে চাওয়া হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে অসম সরকারকে স্থিতি স্পষ্ট করতে হবে। যে কোনও পাবলিক প্রোপার্টি বেসরকারি হাতে হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া বন্ধ করা এবং এক্ষেত্রে বেসরকারি খণ্ডের সঙ্গে কী চুক্তি হয়েছে, তা-ও স্পষ্ট করতে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি।

এদিকে কারবি আংলঙের শান্তিচুক্তি সম্পর্কেও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ। তিনি বলেন, আমরা, অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সরকারের শান্তি প্রচেষ্টাকে সর্বদা স্বাগত জানাই। কিন্তু এটাও লক্ষণীয় যে, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার শান্তি চুক্তিতে ধুমধামে স্বাক্ষর করে। অথচ সম্পাদিত চুক্তিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে আশানুরূপ ভূমিকা পালন করা হয় না। বিটিআর চুক্তিও কার্যকর করার ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা সরকারকে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে দাবি তুলেছে এপিসিসি। সাংসদ বলেন, বিটিআর চুক্তি অনুযায়ী ১,৫০০ কোটি টাকার প্যাকেজ, রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে ২৫০ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বছরে ২৫০ কোটি টাকার প্যাকেজ দেওয়ার কথা ছিল। তার কী হলো? আজ পর্যন্ত বিটিআর কত টাকা পেয়েছে তা-ও স্পষ্ট করার দাবি করেছেন বক্তা। একইভাবে কারবি আংলং চুক্তি কার্যকর করার তথ্যও জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন, যাতে অসমবাসী সম্পাদিত এই শান্তি চুক্তি কার্যকরের মূল বিষয়গুলি জানতে পারেন।

অসমের কাগজ কল দুটি বন্ধের জন্য কে দায়ী ? তদানীন্তন শিল্পমন্ত্রী বর্তমান কংগ্রেস সাংসদ প্রদ্যুৎকে পাল্টা মন্ত্রী পীযূষের

গুয়াহাটি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমের দুটি ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কাছাড় এবং নগাঁও কাগজ কল বন্ধের জন্য কে দায়ী, কার ভুলের খেসারত দিতে হচ্ছে শ্রমিক-কর্মচারীদের? কংগ্রেসি সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈয়ের কাছে জানতে চেয়েছেন অসম সরকারের মুখপাত্র তথা জনসংযোগ ও জলসম্পদ মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা।

আজ সোমবার অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর রাজীব ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কাগজ কল সম্পর্কে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে বহু প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের বিজেপি সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসকে পাল্টা চেপে ধরেছেন মন্ত্রী তথা জাগিরোডের বিধায়ক পীযূষ হাজরিকা।

আক্রমণাত্মক পীযূষ বলেন, দেখতে হবে, কার ভুল নীতির জন্য জাগিরোড এবং পাঁচগ্রামের কাগজ কল বন্ধ হয়েছিল? কাগজ কল দুটি বন্ধের মূলে বর্তমান সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ নিজে। কেননা, সে সময় রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী ছিলেন এই প্রদ্যুৎ বরদলৈ, যিনি আজ বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারকে এর জন্য দোষারোপ করছেন। বলেন, তখন তো রাজ্য এবং কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারই ছিল। প্রদ্যুৎ বরদলৈয়ের আমলে কাগজ কলের জন্য বাঁশ কেনা হয়েছিল বাজারমূল্য ২,১০০ টাকার বদলে ৪,২০০ টাকায়।

কয়লা ক্রয় করা হয়েছিল বাজারমূল্য ৬,০০০ টাকার পরিবর্তে ১২,০০০ টাকা, এ-সব কথা ভুলে গেলে চলবে না সাংসদ বরদলৈয়ের। তাঁর অভিযোগ, কাগজ কল কর্মচারীদের জন্য নগাঁওয়ের কংগ্রেসি সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ এক টাকাও খরচ করেননি। উল্টো কর্মচারীদের বকেয়া ৬৫০ কোটি টাকা এক সপ্তাহের মধ্যে আদায় দিতে বিজেপি সরকার প্রস্তুত বলে দৃঢ়তার সঙ্গে জানান জাগিরোডের বিধায়ক তথা মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা।

পঞ্জশির থেকে অডিও মেসেজ, তালিবানের বিরুদ্ধে দেশজোড়া অভ্যুত্থানের আহ্বান

কাবুল, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : সোমবার পঞ্জশির উপত্যকা থেকে একটি অডিও বার্তায় তালিবান জঙ্গিদের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে অভ্যুত্থান শুরু করার আহ্বান জানালেন তালিবান বিরোধী ন্যাশনাল রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্টের কম্যান্ডার আহমেদ মাসুদ আহ্বান। আফগানদের উদ্দেশে মাসুদের বার্তা, "আপনারা আফগানিস্তানে বা বিদেশে, যেখানেই থাকুন না কেন, আত্মসম্মান, দেশের স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির জন্য অভ্যুত্থান ঘটান।"

পঞ্জশির নিয়ে সোমবার পরস্পরবিরোধী দাবি করেছে তালিবান ও প্রতিরোধ বাহিনী। তালিবানের দাবি, ওই উপত্যকা তাদের দখলে এসেছে। জঙ্গিরা ওই দাবি করার কিছুক্ষণের মধ্যেই পঞ্জশির থেকে প্রতিরোধ বাহিনী জানিয়ে দেয়, তালিবান ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে। প্রতিরোধ বাহিনী এখনও পঞ্জশিরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি দখল করে রয়েছে।

সূত্রের খবর, পঞ্জশিরের প্রাদেশিক রাজধানী দখল করে ফেলেছে তালিবান। তার আশপাশের জেলাগুলিও এখন তাদের দখলে। পঞ্জশির উপত্যকায় তাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে প্রয়াত আহমেদ শাহ মাসুদের ছেলে আহমেদ মাসুদের বাহিনী। সঙ্গে যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট আমরুল্লা সালেহ। গত কয়েকদিন ধরেই তালিবান ও স্থানীয় প্রতিরোধ বাহিনীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ছিল পঞ্জশির। দুপক্ষেরই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সেখানে আঞ্চলিক মিলিশিয়া ও প্রাক্তন সরকারি সশস্ত্র বাহিনীর অবশিষ্ট অংশ আহমেদ মাসুদের নেতৃত্বে লড়ছে। তবে তালিবানের দাবি, শুক্রবার তারা পঞ্জশির দখল করেছে। এক তালিবান কম্যান্ডার বলেছেন, আল্লাহর আশীর্বাদে গোটা আফগানিস্তান আমাদের নিয়ন্ত্রণে। বাধা সৃষ্টিকারীরা হটে গিয়েছে। পঞ্জশির এখন পুরোপুরি আমাদের দখলে। কিন্তু ওই দাবির কিছুক্ষণের মধ্যে আবার শোনা যায়, লড়াই তীব্রতর হয়েছে পঞ্জশিরে। সোমবার পঞ্জশির নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ইরান। সেদেশের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র খাতিবজাদে বলেন, "পঞ্জশির থেকে যে খবর আসছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমরা এই হামলার তীব্র নিন্দা করছি।" তালিবান কাবুল দখল করার পরে এই প্রথমবার তাদের নিন্দা করল ইরান। খাতিবজাদে এদিন বলেন, আমরা চাই, প্রবীণদের উপস্থিতিতে তালিবানের সঙ্গে বিরোধীদের শত্রুতার অবসান হোক।

বরাক উপত্যকার বিভিন্ন রুটে নিয়মিত লোকাল ট্রেনের দাবিতে বিক্ষোভ করে স্মারকপত্র প্রদান শিলচর-লামডিং ব্রডগেজ রূপায়ণের

শিলচর (অসম), ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বরাক উপত্যকার বিভিন্ন রুটে নিয়মিত লোকাল ট্রেন পরিষেবার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার (ওপেন লাইন)-এর উদ্দেশ্যে আজ সোমবার এক স্মারকপত্র পাঠিয়েছে শিলচর-লামডিং ব্রডগেজ রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি। ব্রডগেজ রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে শিলচর-করিমগঞ্জ-ধর্মনগর, শিলচর-করিমগঞ্জ-মহিশাসন, শিলচর-হাইলাকান্দি-ভৈরবী লোকাল ট্রেন প্রতিদিন চালু করা এবং ভিস্টাডোম ট্রেনের যাত্রাপথ বরাক উপত্যকা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার দাবিতে আজ একটি স্মারকপত্র এনএফ রেলের জেনারেল ম্যানেজার (ওপেন লাইন)-এর উদ্দেশ্যে শিলচর রেলওয়ে স্টেশনের ম্যানেজারের মারফত পাঠানো হয়েছে। স্মারকপত্র প্রদানের আগে কমিটির পদাধিকারী ও সদস্যরা স্টেশনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক অজয় রায় তাঁর বক্তব্যে বলেন, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে লোকাল ট্রেন চালু হলেও বরাক উপত্যকার কোথাও লোকাল ট্রেন চালু হয়নি। তিনি বলেন, যদিও রেল বিভাগ শিলচর- হাইলাকান্দি-ভৈরবী লোকাল ট্রেন সপ্তাহে দু'দিন চলাচল করবে বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু কমিটির দাবি, এই ট্রেনগুলো সপ্তাহের প্রতিদিন চালু করতে হবে। কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য প্রাক্তন শিক্ষক মলয় ভট্টাচার্য বলেন, করোনা অতিমারির ফলে কর্মহীন মানুষের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে যাঁরা চিকিৎসা, পেশাগত ইত্যাদি প্রয়োজনে যাতায়াত করছেন তাঁদের অনেক টাকা খরচ করতে হচ্ছে যা অনেকের পক্ষেই মারাত্মক কষ্টের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, অসম সরকার ১০০ শতাংশ আসনেই বাস, মিনিবাস, ক্রুইজার, ট্রাভেলার ইত্যাদিতে যাত্রী পরিবহণের নির্দেশ প্রদান করলেও লোকাল ট্রেন চালুর কোনও প্রচেষ্টা করছে না।

কমিটির অন্যতম সদস্য হরিদাস দত্ত ক্ষোভের সাথে বলেন, ডিমা হাসাও জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পর্যটকদের জন্য ভিস্টাডোম ট্রেন গুয়াহাটি থেকে হাফলং স্টেশন পর্যন্ত চালু হয়েছে। অথচ হাফলং স্টেশনের পর চন্দ্রনাথপুর স্টেশন পর্যন্ত যে নৈসর্গিক সৌন্দর্য রয়েছে তা যেমন উপেক্ষা করা হয়ছে, তেমনি বরাক উপত্যকার জনগণও এর সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়েয়ছেন। বিক্ষোভ শেষে স্মারকপত্র শিলচর রেলস্টেশনের ম্যানেজার বিপ্লব দাসের হাতে তুলে দিয়ে কমিটির সদস্যরা দাবি করেছেন, জনগণের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে অবিলম্বে সব কয়টি লোকাল ট্রেন চালু করতে হবে এবং ডিমা হাসাও জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে ভিস্টাডোম ট্রেনের যাত্রাপথ বরাক উপত্যকার শিলচর, করিমগঞ্জ বা অন্তত পক্ষে বদরপুর রেলস্টেশন পর্যন্ত সম্প্রসারণ করতে হবে। স্মারকপত্র প্রদান কালে কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সুব্রতচন্দ্র নাথ, ভবতোষ চক্রবর্তী, হিল্লোল ভট্টাচার্য, ভোলা চক্রবর্তী, বিজিত কুমার সিংহ প্রমুখ।

আইসিইউতে ভর্তি মা , শুটিং বাতিল করে মুম্বই ফিরলেন অক্ষয়

মুম্বই, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমারের মা অরুণা ভাটিয়া। মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে লন্ডন থেকে শুটিং বাতিল করে সোমবার সকালে মুম্বই ফেরেন তিনি। রঞ্জিত তিওয়ারির সঙ্গে 'সিন্ড্রারেলা'র শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন অভিনেতা। ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন তিনি।

জানা গিয়েছে, অরুণাদেবী অসুস্থ হওয়ার পর মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে আইসিইউতে ভর্তি করানো হয়। অক্ষয়ের শুটিং আপাতত স্থগিত। কিন্তু বাকি টিম শুটিং চালিয়ে যাচ্ছে। মায়ের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে ফের কাজে যোগ দেবেন অভিনেতা। গত বছর লন্ডনে 'বেল বটম'-এর শুটিংয়ের সময় মায়ের সঙ্গে সময় কাটানোর কথা সোশ্যাল ওয়ালে শেয়ার করেছিলেন অক্ষয়। তিনি লেখেন, 'জীবনে তুমি যদি বড় হও, যতই ব্যস্ত হও, কখনও ভুলে যেও না ওদেরও বয়স হচ্ছে। সুতরাং যতটা সম্ভব ওদের সঙ্গে সময় কাটাও।' আপাতত অক্ষয়ের মায়ের সুস্থ হওয়ার প্রার্থনা করছেন অনুরাগীরা। দ্রুত অক্ষয় যাতে ফ্লোরে ফিরতে পারেন, সে দিকেই তাকিয়ে এখন দর্শক। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

করিমগঞ্জে প্রকাশ্য দিবালোকে নগদ ৪০ হাজার টাকা ছিনতাই মহিলার

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রকাশ্য দিবালোকে এক ছিনতাইবাজের খপ্পরে পড়ে নগদ ৪০ হাজার টাকা খোয়ালেন করিমগঞ্জ শহরের জনৈক মহিলা। শহরের স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার বাজার ব্রাঞ্চ থেকে টাকা উঠিয়ে বাইরে আসতেই অজ্ঞাতপরিচয় এক ছিনতাইবাজ মহিলার হাত থেকে টাকা ছিনিয়ে পালিয়ে যায়।

ভদ্রমহিলা করিমগঞ্জ নীলমণি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী হেনা মালাকার। হেনা জানান, স্টেট ব্যাংকের বাজার ব্রাঞ্চ থেকে নগদ চল্লিশ হাজার টাকা তুলে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্য নিয়ে নিশ্চিন্তে গেটের সামনে আসতেই আচমকা পেছন থেকে এক ছিনতাইকারী তাঁর টাকার ব্যাগ ছিনেয়ে নেয়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছিনতাইকারী শহরের ব্যস্ততম এলাকার জনতার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। ছিনতাইকারীর চেহারা তিনি ভালো করে দেখতে পারেননি বলে জানান ভুক্তভোগী হেনা মালাকার।

সাধারণ জনগণ ব্যাংক থেকে টাকা উঠিয়ে নিশ্চিন্তে ঘরে পৌঁছতে পারবেন, এমন নিশ্চয়তা আর এখন করিমগঞ্জ শহরে নেই। প্রকাশ্য দিবালোকে একপ্রকার পুলিশের চোখের সামনেই একের পর এক ছিনতাইয়ের ঘটনা সংগঠিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে জনমনে।

তালিবানকে সাহায্য ! পাক বায়ুসেনার ড্রোনে পঞ্জশিরে বোমাবর্ষণের অভিযোগ

কাবুল, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): উত্তরের জোটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবার তালিবানকে সাহায্য করার অভিযোগ উঠল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, পাক বিমানবাহিনী ড্রোনের সাহায্যে রবিবার বোমাবর্ষণ করেছে পঞ্জশিরে। সোমবার তালিবান পঞ্জশির প্রদেশ দখলের দাবি করেছে। তালিবানের মুখপাত্র জাবিউল্লা মুজাহিদ এ নিয়ে বিবৃতি দিয়েছে।

আফগানিস্তানের পঞ্জশিরে আহমেদ মাসুদের নেতৃত্বাধীন উত্তরের জোট লড়াই চালাচ্ছে তালিবানের সঙ্গে। রবিবারই উত্তরের জোটের নেতা আহমেদ মাসুদের মুখপাত্র ফাহিম দাস্তির মৃত্যু হয়েছে তালিবানের সঙ্গে লড়াইয়ে। যুদ্ধবিরতি চেয়ে তালিবানের সঙ্গে আলোচনার ডাক দিয়েছিল উত্তরের জোট। এরই মধ্যে আফগানিস্তানের সামানগান প্রদেশের প্রাক্তন সাংসদ জিয়া আরিনজাদ 'আমাজ নিউজ' নামের একটি সংবামাধ্যমকে জানিয়েছেন, পাকিস্তান পঞ্জশিরে বোমা ফেলেছে। হক্কানিদের ব্যবহার করে আফগানিস্তানে পঞ্জশির উপত্যকায় প্রতিরোধ বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে তালিবদের শক্তি জোগাতে ইতিমধ্যেই ইসলামাবাদ সেনাও পাঠিয়েছে বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছিল। এর পরই পঞ্জশিরে বোমা হামলার কথা সামনে এল। -হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

আফগানিস্তানের পরিস্থিতির দিকে নজর রয়েছে বাংলাদেশের : হাসান মাহমুদ

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আফগানিস্তানের পরিস্থিতির দিকে সর্বদা নজর রয়েছে বাংলাদেশের, সর্বদা সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে ঢাকা। এমনটাই জানালেন বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডঃ হাসান মাহমুদ। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, যেহেতু কোনও সরকার নেই আফগানিস্তানে, তাই কোনও মন্তব্য করাটা অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। সোমবার প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়ায় বঙ্গবন্ধু মিডিয়া সেন্টারের উদ্বোধন করেছেন বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডঃ হাসান মাহমুদ। তিনি জানান, 'এর ফলে নিশ্চিতভাবে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক শক্তিশালী হবে।' পরে আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডঃ হাসান মাহমুদ বলেছেন, 'আফগানিস্তানের পরিস্থিতির দিকে সর্বদা নজর রয়েছে বাংলাদেশের। যেহেতু কোনও সরকার নেই সে দেশে, তাই কোনও মন্তব্য করাটা অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।'

কেরলের পর এবার তামিলনাড়ু, ক্রমেই চিন্তা বাড়াচ্ছে নিপা ভাইরাস

কোয়েম্বাটুর, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কেরলের কোঝিকোড়ের পর এবার নিপা ভাইরাসের আতঙ্ক কালিকটে। কালিকটে নিপা ভাইরাসে একজন সংক্রমিতের সন্ধান মিলেছে। ইতিমধ্যেই সীমান্তবর্তী এলাকায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর জেলা প্রশাসন। পাশাপাশি যদি কেউ অতিরিক্ত জ্বর নিয়ে সরকারি হাসপাতালে আসেন, তাঁর যায পরীক্ষা করা হবে।

কেরল এই মুহূর্তে করোনাভাইরাসের প্রকোপে ত্রস্ত। এরইমধ্যে কেরলের কোঝিকোড়ে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত ১২ বছরের একটি বালকের মৃত্যু হয়েছে। এবার নিপা ভাইরাসের আতঙ্ক কালিকটে। এ প্রসঙ্গে কোয়েম্বাটুরের জেলাশাসক ডঃ জি এস সমীরণ জানিয়েছেন, কালিকটে নিপা ভাইরাসে একজন সংক্রমিতের সন্ধান মিলেছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কোয়েম্বাটুর সীমানায়। যদি কেউ অতিরিক্ত জ্বর নিয়ে সরকারি হাসপাতালে আসেন, তাহলে তাঁর যায পরীক্ষা করা হবে।

আফগানিস্তানে স্বামী-সন্তানের সামনে অন্তঃসত্ত্বা পুলিশকর্মীকে গুলি করে হত্যা তালিবানের

কাবুল, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফের প্রকাশ্যে এল তালিবানের বর্বরতা।রবিবার রাতে আফগানিস্তানের ঘোর প্রদেশে স্বামী এবং সন্তানের সামনে এক মহিলা পুলিশকর্মীকে গুলি করে হত্যা করে তালিবান। নিহত পুলিশকর্মী ছ'মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন বলে জানিয়েছে তাঁর পরিবারের লোকেরা। যদিও এই খুনের অভিযোগ অস্বীকার করেছে তালিবান।

জানা গিয়েছে, ওই মহিলার নাম বানু নিগারা। ঘোর প্রদেশের ফিরোজকোহতে থাকতেন তিনি। মহিলা পুলিশকর্মীর মৃত্যু নিয়ে আফগানিস্তানের সাংবাদিক বিলাল সারয়ারি টুইটে লিখেছেন, 'ঘোর প্রদেশে নিগারা নামের এক মহিলা পুলিশ অফিসারকে তাঁর স্বামী এবং সন্তানের সামনে খুন করেছে তালিবান। নিগারা ছ'মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।'যদিও নিগারাকে হত্যার দাবি নাকচ করেছে তালিবান। তালিবানের মুখপাত্র জাবিউল্লা মুজাহিদ এ নিয়ে বিবিসি-কে বলেছেন, "এই ঘটনার ব্যাপারে আমরা অবহিত। আমি নিশ্চিত করছি, তালিবান এই হত্যা করেননি। অন্য কোনও কারণেও খুন হয়ে থাকতে পারেন ওই পুলিশকর্মী।" আমেরিকার সেনা সরাতেই আফগানিস্তানের দখল নিয়েছে তালিবান। তার পর থেকে শরিয়তি আইন চালুর পক্ষে সওয়াল করেছেন তাঁরা। মেয়েদের বেশকিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে তালিবান। মুখে নারী স্বাধীনতার কথা বললেও, বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন তালিবান দ্বিতীয় ভাগে মহিলাদের অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হবে না। তালিবান জমানায় আফগান মেয়েরা কতটা সন্ত্রস্ত, তা উঠে এসেছে সাম্প্রতিককালের ঘটনা একাধিক ঘটনায়।-হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ প্রদানে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরকে মিশন মুডে কাজ করতে হবে : পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।।রাজ্যে বাড়ি বাড়ি পানীয়জলের সংযোগ প্রদানে স্বচ্ছতা বজায় রেখে কাজ করতে হবে। এই কাজে কোনও ধরনের অনিয়মকে সরকার প্রশ্রয় দেবে না। বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ প্রদানে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরকে মিশন মুডে কাজ করতে হবে। আজ অরুন্ধতীনগরের সিপার্ডে আয়োজিত এক কর্মশালার উদ্বোধন করে একথা বলেন পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, মিশন মুডে কাজ করলে সাফল্য অবশ্যই আসবে। আগামী ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সমগ্র রাজ্যে বাড়ি বাড়ি পরিশ্রুত পানীয়জল সংযোগ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। এজন্য অর্থের কোনও সমস্যা নেই। এখন প্রত্যেকটি জেলায় জেলায় এবং গ্রামে গ্রামে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ চলছে। আগামীতে স্বচ্ছতা ও বাড়ি বাড়ি পানীয়জল সংযোগে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যাতে রাজ্য পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর সেরা পুরস্কার আনতে পারে তারজন্য কাজ করে যেতে হবে। রাজ্য সরকারের পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের উদ্যোগে এবং ন্যাশনাল কি রিসোর্স সেন্টার (স্যানিটেশন), কলকাতা নরেন্দ্রপুর রামক'ষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদের সহায়তায় এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার বিষয়বস্তু ছিলো স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের নীতি, কৌশল, কর্মসূচি প্রণয়ন ও গ্রহণ।

কর্মশালার উদ্বোধন করে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে শুরু হয় স্বচ্ছ ভারত মিশনের। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্বচ্ছ ভারত গঠনের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। আগে ছিলো নির্মল ভারত। তাতে আরও পরিবর্তন এনে স্বচ্ছ ভারত অভিযান নাম দেওয়া হয়। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সহায়তায় রাজ্যে স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামীণ এলাকায় দারুণ সাফল্য এসেছে। যার ফলে দ্বিতীয় পর্যায়ের ঘোষণা দিয়েছে সরকার। প্রথম ধাপে রাজ্যের প্রতিটি প'ায়েত, ব্লক, জেলায় জেলায় প্রচুর টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। এতে জীবন জীবিকা নির্বাহের রাস্তা খুঁজে পেয়েছে গ্রামীণ অংশের জনসাধারণ। পরিসংখ্যান তুলে ধরে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী বলেন, স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৮৮১ কোটি টাকা ধার্য করেছে। ১০ কোটি শৌচালয় এই মিশনের মাধ্যমে নির্মাণ করা হবে। যাতে স্বচ্ছ ভারত মিশন সফল করা যায়। মিশন ওয়ানে রাজ্যে ২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৫৪টি শৌচালয় নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিলো। ইতিমধ্যে ১ লক্ষ ২২ হাজার ২০৬টি নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। তার উপর ভিত্তি করে ২০১৯ সালে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকা উন্মুক্ত শৌচহীন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এটা রাজ্যের জনসাধারণের এক বড় সাফল্য। এই সাফল্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

অনুষ্ঠানে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আরও বলেন, রাজ্যে করোনা অতিমারীর সময়েও বিনামূল্যে ভ্যাকসিন প্রদানে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে সরকার। রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায় কোভিড ভ্যাকসিনেশন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এই কর্মসূচিতে দেশের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মুখ্যসচিব কুমার অলোক বলেন, স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে প্রত্যেককেই আন্তরিকভাবে এবং নিষ্ঠা সহকারে এগিয়ে আসতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি নরেন্দ্রপুর রামক'ষ্ণ মিশনের সামাজিক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মুখ্যসচিব বলেন, এই কর্মশালা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিষয়ে মানুষকে সঠিকভাবে বুঝাতে হবে। বিশেষ করে স্বচ্ছতা মানব স্বাস্থ্যের জন্য কতটা উপযোগী সেই বিষয়টি সম্পর্কে আরও সচেতন করতে হবে। এক্ষেত্রে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরকে আরও অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। প্রত্যেক জেলা ও ব্লকের মধ্যে সমন্বয় রেখে জনসচেতনতা বাড়ানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যসচিব।

অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নিয়ে পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, গ্রামীণ এলাকাগুলিতে স্যানিটেশনের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এতে গ্রামীণ অংশের মানুষ শারীরিক দিক থেকে লাভবান হবেন। এবছর ৩৫০টি গ্রাম প'ায়েত ও ভিলেজ কমিটিতে এই কর্মসূচি রূপায়ণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি স্বচ্ছতা কর্মসূচি বাস্তবায়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নরেন্দ্রপুর রামক'ষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সর্বালোকানন্দ মহারাজ বলেন, মানুষের কাছে আরও বেশি করে স্বচ্ছতাবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করলেই স্বচ্ছতা নিয়ে সফলতা আসবে। শৌচালয় রক্ষণাবেক্ষণ প্রত্যেকেরই একটা অন্যতম দায়িত্ব। দেশে যে স্বচ্ছতা মিশন শুরু হয়েছে তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে এদিন উপস্থিত ছিলেন স্কুল অব ওয়াটার রিসোর্স ই'নিয়ারিংয়ের অধ্যাপক অর:ণাভ মজমদার, ন্যাশনাল কি রিসোর্স সেন্টারের কো-অর্ডিনেটর চণ্ডি সি দে, পূর্ত দপ্তরের পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের চিফ ই'নিয়ার রাজীব দেববর্মা ও অধিকর্তা রাজীব মজমদার।

জনকল্যাণমূলক কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করতে হবে ঃ খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।।কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত দুর্গা চৌমুহনী প'ায়েত সমিতি ও বিএসি'র এক সাধারণ সভায় শনিবার বর্তমান অর্থবছরে বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা করেন খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। সভায় উপস্থিত ছিলেন ধলাই জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি অনাদি সরকার, বিএসি চেয়ারম্যান কুমার হালাম, প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস পাল, প'ায়েত সমিতির সদস্য দীপ্তি দেব রক্ষিত, সৌমিত্র গোপ, বিডিও অমরেশ বর্মন, প'ায়েত সম্পসারণ আধিকারিক অরজিত দেববর্মা সহ ২৩টি প'ায়েত ও ৬টি এডিসি ভিলেজের প্রধান, উপপ্রধান এবং বিভিন্ন দপ্তরের জেলা, মহকুমা ও ব্লক স্তরের আধিকারিকগণ।

সভার শুর:তে ব্লকের বিডিও অমরেশ বর্মন বর্তমান অর্থবর্ষে এপ্রিল মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত র:পায়িত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের তথ্য তুলে ধরেন। বিডিও বলেন, রেগা প্রকল্পে আগস্ট মাস পর্যন্ত গড়ে ৪৩.২৯ দিন কাজ হয়েছে। এতে ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ১৫৬ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। ব্যয় হয়েছে ১১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে বর্তমান অর্থবছরে ব্লক এলাকায় ১,১৪১টি টয়লেট নির্মাণ হয়েছে। প্রতিটি টয়লেট পিছু ১২,০০০ টাকা করে ব্যয় হয়েছে। দুর্গা চৌমুহনী ব্লক এলাকায় ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ এর আগস্ট মাস পর্যন্ত ১৩,০৭৫টি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে বলে জানান তিনি। এছাড়া এই প্রকল্পের অন্তর্গত কমিউনিটি স্যানিটারি কমপ্লে' এর অর্থে মানিকভাণ্ডারবাজার, সাইকারবাড়ি ও শ্রীরামপুরে তিনটি কমিউনিটি স্যানিটারি কমপ্লে' তৈরি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) প্রকল্পে প্রতিটি প'ায়েতকে স্ব স্ব প'ায়েত এলাকার উন্নয়নে ২০ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব উপস্থিত প্রধান উপপ্রধানদের সঙ্গে মত বিনিময়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প'ায়েত এলাকাগুলিতে সড়ক যোগাযোগ, পানীয়জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুতায়নের কাজ, ক'ষি জমিতে জলসেচ ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হন। সভায় খাদ্যমন্ত্রী সময়ের কাজ সময়ে শেষ করা এবং নিয়মিত এলাকা পরিদর্শনের মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করার উপর গুর:ত্ব আরোপ করেন। তিনি পানীয়জল, বিদ্যুৎ, জলসম্পদ দপ্তরের নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ চালিয়ে যাবার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, এক দপ্তরের জন্য যেন আর এক দপ্তরের কাজ আটকে না থাকে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) ঘর বন্টনে প'ায়েতের সিদ্ধান্তকে সর্বোচ্চ মান্যতা দেওয়ার জন্য তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এইদিনের সভায় ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ, গ্রামোন্নয়ন, মৎস্য, বনদপ্তরের আধিকারিকগণ স্ব স্ব দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের তথ্য তুলে ধরেন। সভার সভাপতি দুর্গা চৌমুহনী প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা দাস বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর স্বপের মডেল ত্রিপুরা গড়তে মডেল প'ায়েত ও মডেল ব্লক নির্মাণে আধিকারিকদের এগিয়ে আসতে হবে।

আগর কাঠের তৈরী সামগ্রী নিয়ে ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।।ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো আগর কাঠের তৈরী সামগ্রী নিয়ে দ'দিনের ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আগামী ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। রাজধানী আগরতলার পোলো টাওয়ার্সে দুদিনব্যাপী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ সচিবালয়ের নিজ অফিস কক্ষে এ বিষয়ে প্রকাশিত একটি প্রচার পুস্তিকার আবরন উন্মোচন করেন। প্রচার পুস্তিকার আবরন উন্মোচনের সময় মুখ্যসচিব কুমার অলক, বন দপ্তরের প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক ড. ডি কে শর্মা, কনফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রির (সি আই আই) নর্থ ইস্ট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অভিজিত বড়ুয়া, কনফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রির উত্তর পূর্বা'ল শাখার রিজিওন্যাল ডিরেক্টর সৈকত রায় চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পরে উপথিত সংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় আগর উড সামগ্রীর উপর প্রথমবার অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন নতুন এক বানিজ্যিক সুযোগ স'ষ্টি হবে। পাশাপাশি ত্রিপুরার মানুষের রোজগারের পথও সুগম হবে। তিনি আরও বলেন, ভারত সরকারে সঙ্গে আলোচনাক্রমে ভারত থেকে প্রতি বছর ২৫ হাজার মেট্রিকটন আগর কাঠ বাইরে রপ্তানি করার জন্য অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সম্পতি এবিষয়ে একটি নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষ করে ত্রিপুরা এবং কর্নাটক থেকে আগর কাঠ ব্যবহার করা হবে। এটি ত্রিপুরার জন্য এক বড় অধ্যায় তৈরি হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

অটো ও ট্রাকের সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ সেপ্টেম্বর।। তেলিয়ামুড়া শহরের প্রাণ কেন্দ্রর জাতীয় সড়কে মালবাহী অটো ট্রাক এবং ছয় চাকা গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হওয়াতে আহত হয় গাড়ির চালক। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন অম্পি চৌহমুনীতে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মালবাহী অটো ট্রাক তেলিয়ামুড়া থানাধীন তুইচিনদ্রাই বাজার থেকে তেলিয়ামুড়া বাজারে আসার পথে অম্পি চৌহমুনী এলাকায় ছয় চাকার গাড়ি পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। অটো গাড়িটি জাতীয় সড়কের মধ্যেই দুমড়ে মুড়চে উল্টে যায়। এতে অল্পবিস্তর আহত হয় অটো চালক। অটোচালককে প্রত্যক্ষদর্শীরা তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিকে ঘাতক ছয় চাকা গাড়িটি ধাক্কা দেওয়ার পর পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর ছবিতে কালী ছিটিয়ে দিল দুস্কৃতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। কৈলাশহর এয়ারপোর্ট সংলগ্ন এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী কোভিড স্পেশাল রিলিফ প্যাকেজ প্রকল্পের প্রচার ফ্যাক্সে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের ছবিতে কালী মাখিয়ে দৃষ্টিকটু করে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। উনকোটি জেলার কৈলাশহর মহকুমার কৈলাশহর পুর পরিষদের ১৫নং ওয়ার্ড এয়ারপোর্ট সংলগ্ন নাকা এলাকায় জনস্বার্থে প্রচারিত মুখ্যমন্ত্রীর কোভিড স্পেশাল রিলিফ প্যাকেজ ফ্ল্যাক্সে কে বা কারা গভীর রাতে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর ছবিতে কালি মাখিয়ে দেয়। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে প্রাক্তন ঊনকোটি জেলা সভাপতি তথা বিজেপি নেতা রঞ্জন সিনহা,যোগী সেনা ঊনকোটি জেলা সভাপতি দীপঙ্কর দত্ত ছুটে আসেন এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। এই ঘটনার সাথে যারা জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

এ ধরনের কার্যকলাপে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি।

টিএসআরের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ সেপ্টেম্বর।। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম জারি রেখেছেন টিএসআর সপ্তম বাহিনীর জওয়ানরা। এরই অংশ হিসেবে জম্পুইজলা মহকুমার ওয়াইঘাটি জেবি স্কুল মাঠে একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে টিএসআর সপ্তম বাহিনী। উপস্থিত ছিলেন বাহিনীর কমান্ডেন্ট এইচ কে আচারিয়া, টিএসআর আধিকারিক পঙ্কজ মজুমদার, উপেন্দ্র রিয়াং প্রমুখ। স্থানীয় জনজাতি নাগরিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং বিনামূল্যে ঔষধপত্র বিতরণ করা হয়। এছাড়া উপস্থিত যুবকদের নিয়ে নেশার কুফল সম্বন্ধে একটি সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া উপস্থিত জনজাতি আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের মধ্যে মাস্ক-স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়। এলাকার যুব সমাজের মধ্যে বিতরণ করা হয় বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া সামগ্রী। দুস্ত জনজাতি পরিবারের হাতে তুলে দেয়া হয় বস্ত্র। সবশেষে উপস্থিত সবাইকে দুপুরের খাবার খাওয়ানো হয় টিএসআর সপ্তম বাহিনীর উদ্যোগে। এ ধরনের সপবামূলক কার্যক্রম আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে জানান টিএসআর সপ্তম বাহিনীর কমান্ডেন্ট এইচ কে আচারিয়া।

সফল চাষী পাইছা মগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।।একাধারে ধান চাষ ও মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন আমবাসা ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম নালীছড়ার বাসিন্দা পাইছা মগ। এধরনের চাষ পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য তিনি অন্যান্যদেরকেও উৎসাহিত করে চলেছেন। চাষযোগ্য জমির পরিমাণ দেড় কানি। তাতেই একদিকে মাছ চাষ, আবার একই জমিতে ধান চাষ করে আজ স্ব উদ্যোগে স্বাবলম্বী হয়ে উঠলেন আমবাসা ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম নালীছড়ার বাসিন্দা পাইছা মগ।নিজের বাড়ির পাশেই তার দেড় কানি জায়গা রয়েছে। এই জায়গায় একটা অংশ সামান্য জল ধরে রাখেন তিনি। আর ওই জলে থাকে মাছের পোনা। বর্ষাকালে যখন সম্পূর্ণ দেড় কানি জায়গা জুড়ে জল জমে যায় তখন তাতে আরো মাছের পোনা ফেলে দেনএবং তিন চার মাস পর বিপুল পরিমাণ মাছ সেখানে উৎপাদিত হয়। তিনি বলেন এই মাছ চাষে উনার যথেষ্ট আয় হয়ে থাকে। এখন মাছ বিক্রি শেষ পর্যায়ে চলছে। সেই কারণে এখন এই জায়গার একটি কোনে সামান্য কিছু জল জমিয়ে রাখা হবে। আর বাকি জায়গায় ধান চাষ করা হয়। তিনি বলেন এই জায়গা থেকে প্রায় ১৫ মণ ধান উৎপাদিত হয়। এর থেকে যে চাল পাওয়া যায় তাতে অনায়াসে তাদের সংসার চলে যায়। জায়গা একটাই। আর তা থেকেই একাধারে যেমন মাছ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করছেন তেমনি ধান চাষ করে চলেছেন। তার এই ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্তে যথেষ্ট সাড়া মিলছে। তিনি বলেন সরকারিভাবে তেমন কোনো সাহায্য সহযোগিতা এখনো পর্যন্ত পাননি। যেটুকু করছেন নিজের প্রয়াসেই করে চলেছেন। তবে সরকারী সাহায্য পেলে আরো উন্নতি হতো। এমনটাই আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

আমবাসা ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম নালীছড়ার বাসিন্দা পাইছা মগ যেভাবে একদিকে ধান চাষ ও অন্যদিকে মাছ চাষ করে চলেছেন তাতে অনুপ্রেরণা জোগালে অন্যান্য লাভবান হবেন ।এখন দেখার বিষয় আগামী দিন সরকার এগিয়ে আসে কিনা ?

মুঙ্গিয়াকামীর বিভিন্ন অঞ্চলে মিলছে না পরিশ্রুত পানীয় জল

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ সেপ্টেম্বর।। তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী আর.ডি ব্লকের অধীনে নাইভেয়াকামী , কারেইপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকার উপজাতিরা অংশের মানুষ এখনো পরিস্রুত পানীয় জলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা গুলোতে পানীয় জলের সমস্যা যেন তাদের বংশ পরম্পরায় অভিশাপের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই ২৫ বছরের বাম আমলই হোক কিংবা বর্তমান রাম আমল, উভয় আমলেই গিরিবাসীদের পানীয় জলের সমস্যা নিরসনে ব্যর্থ রাজ্য সরকার ।রাজ্যে এখনো এমন অনেক জায়গা রয়েছে যেখানকার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাবাসীদের পানীয় জলের ভরসা শুধুমাত্র বৃষ্টির জমানো জল। এই অপরিশোধিত বৃষ্টির জমানো জল পান করে দিনের-পর-দিন নিজেদের জীবন ধারণ করে আসছে বহু গিরিবাসী। এমনই এক চিত্র আবারো ফুটে উঠল তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী আর.ডি ব্লকের অধীনে নাইভেয়াকামী , কারেইপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে ।জানা যায়, মুঙ্গিয়াকামী আর.ডি ব্লকের অন্তর্গত নাইভেয়াকামী এলাকায় ১০৫ টি জনজাতি পরিবারের বসবাস, তাছাড়া একই ব্লকের অধীনে কারেইপাড়া এলাকায় ৩২ টি পরিবারের বসবাস ।দীর্ঘ বছরের পর বছর ধরে তারা পানীয় জলের সমস্যায় জর্জরিত। ভোটের আগে ভোট পাখিরা গালভরা আশ্বাস দিলেও ভোট পর্ব সাঙ্গ হতেই ঐসকল ভোট পাখিদের আর অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও খুঁজে পাওয়া যায় না। উপজাতি পরিবার গুলোর ভাগ্য যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে যায়। তাদের পানীয় জলের একমাত্র ভরসা ছড়া কিংবা বৃষ্টির জমানো অপরিশোধিত জল। গাড়ি করে ওই এলাকাগুলিতে পানীয় জল দেওয়ার কথা থাকলেও ঐ সকল এলাকায় জল সর্বদা সঠিক সময়ে পৌঁছায় না বলে অভিযোগ। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন সাঙ্গ হয়েছে ছয় মাস অতিক্রান্ত হতে চললেও এখন পর্যন্ত ১১ মহারানীর তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রের তিপ্রা-মথা দলের বিজিত প্রার্থী তথা এম.ডি.সি কমল কলই গিরিবাসীদের পানীয় জলের সমস্যা নিরসনে ব্যর্থ।

সহজ-সরল,অবোঝ গিরিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন বোঝেনা রাজনীতির অ-আ-ক-খ। তারা এখন চাইছে পানীয় জলের সমস্যা নিরসনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করুক বর্তমান রাজ্য সরকার।

২০২৩ এর নির্বাচনের তৎপরতা শুরু পাহাড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের পাহাড়ি এলাকাতেও ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গ্রাম পাহাড়ে তাদের অস্তিত্বের জানান দেওয়ার লক্ষ্যে দল গোছাতে শুরু করেছে।

ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনের ৬ মাস অতিক্রান্ত হতে না হতেই তিপ্রা মথা দল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে অনেক উপজাতি অংশের মানুষজন ।স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের ৬ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও ক্ষমতার মসনদে বসা তিপ্রা মথা দল সাধারণ মানুষ-জনকে দেওয়া গালভরা আশ্বাস পূরণ করতে ব্যর্থ। ফলে তিপ্রা মথা দল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে অনেক উপজাতি অংশের মানুষজন। তুইকই এলাকায় তিপ্রা মথা দল ছেড়ে বি.জে.পি-তে যোগদানের পরদিনই তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকের অধীনে বাবুমনি এ.ডি.সি ভিলেজের অন্তর্গত রাঙ্গামুড়াস্থিত বাবুমনি পাড়ায় ১২ পরিবারের ৪০ ভোটার তিপ্রা মথা দল ত্যাগ করে রাজ্যের শাসক শরীক আই.পি.এফ.টি দলে যোগদান করে। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজ্যের বন মন্ত্রী তথা আই.পি.এফ.টি নেতৃত্ব মেবার কুমার জমাতিয়ার হাত ধরে আই.পি.এফ.টি দলে যোগদান করেন তারা। নবাগতদের দলীয় পতাকা হাতে দিয়ে বরণ করে নেন রাজ্যের বন মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। তাছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন টি.এন. ই.এ প্রেসিডেন্ট তথা মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়ার জায়া গীতা দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনের ৬ মাস যেতে না যেতেই গ্রাম পাহাড়ে যেভাবে তিপ্রা মথা দলের ভাঙ্গন শুরু হয়েছে তাতে কিন্তু অন্য ইঙ্গিত বহন করছে পাহাড়ি এলাকায়।

ধনপুরে

● প্রথম পাতার পর

দেখে ধনপুর বাজারে ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ করে দেন। কয়েকটি দোকানেও সিপিএম কর্মীরা এদিন হামলা চালিয়েছেন। টিআর০৭বি৮২১২ নম্বরের একটি ভেঙ্গে চুরমার করেছেন তাঁরা।

আজ লাল ঝান্ডা হাতে সিপিএম কর্মীদের রুদ্ররূপ মনে করিয়ে দিয়েছে, এবার শুধুই পাল্টা মার দিতে তাঁরা প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। কারণ, সকলের হাতেই লাল ঝান্ডা অস্ত্র হিসেবে কাজ করেছে। পুলিশকে এদিন সিপিএম কর্মীদের সামনে ভীষণ অসহায় বলে মনে হয়েছে। কারণ, হামলা-হুজ্জুতি, ভাংচুর সবই চলেছে পুলিশের সামনে। এই পরিস্থিতি দেখে মনে হয়েছে, শান্তি রক্ষায় পুলিশ আত্মসমর্পণ করেছে।

এদিকে, পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে দেখে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সিপিএম কর্মীদের উৎশৃঙ্খলতা থামিয়েছেন। নিজে গাড়ি থেকে থেমে সকলকে শান্ত করেছেন এবং ঘটনাস্থল থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। দলের প্রবীণ নেতার আদেশে সিপিএম কর্মীরা অনেকটা শান্ত হলেও, পুলিশের তাঁকে আটকে দেওয়ার ঘটনায় আবারও উত্তেজিত হয়ে উঠেন কর্মী-সমর্থকরা। পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে সিপিএম কর্মীরা ব্যারিকেড করে মানিক সরকারকে কাঠালিয়া ব্লকে নিয়ে গেছেন। পথে অবশ্য পুলিশের সামনেই বিজেপির বুথ অফিস তারা ভাংচুর করেছেন। এদিন প্রায় ৫ কিমি পথ পায়ে হেঁটে কাঠালিয়া ব্লকে যান মানিক সরকার।

এদিকে, সন্ধ্যায় ধনপুরে ছুটে যান তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এবং পরিবহণমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। তারা আহত বিজেপি কর্মীদের খোঁজখবর নেন। সেইসাথে দলীয় কর্মীদের মনোবল যাতে ভেঙে না পড়ে সেই দাওয়াইও দিয়ে আসেন।

নিম্নমানের

● প্রথম পাতার পর

হওয়ার কারনে সামন্য জলের স্রোতে ব্রীজটি ভেঙ্গে গেছে। অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের সামগ্রী ও রড দিয়ে বৃষ্টি তৈরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। যে রাস্তাটি তৈরি করা হয়েছিল তাও অর্ধসমাপ্ত রেখে বাম মার্গীয় ঠিকেদার পগাড়পার। এলাকাবাসীরা এই কাজের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশাসনের কাছে দাবী রেখেছেন ব্রীজটি ভেঙ্গে পড়ার সুষ্ঠ তদন্ত করে ঠিকেদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এলাকাবাসীর যাতায়াতের জন্য ব্রীজটি পুনরায় নির্মান করে দেওয়ার জন্য এলাকাবাসী তরফ থেকে সরকার ও প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

দম্পতি

● প্রথম পাতার পর

স্ত্রী বর্ণা সাহা। তড়িঘড়ি চিকিৎসকরা তাদের চিকিৎসা শুরু করে।

স্থানীয় পথচলতি লোকেরা একপ্রকার ট্রাফিক দপ্তরের খামখেয়ালীপনার কারণে বিশালগড় বিভিন্ন জায়গায় ঘটে চলেছে দূর্ঘটনা। কিন্তু বিশালগড় পুলিশ থানায় ট্রাফিক ইউনিটে কর্মরত ট্রাফিক অফিসারদের দায়িত্ব পালনের রাস্তায় দেখা যায়নি।এ নিয়ে পথচলতি লোকেদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

এবং জনগণের মধ্যে বিনিময় বৃদ্ধি।

এই ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও, নেতারা কোভিড -১৯ মহামারীর প্রভাব এবং অন্যান্য বর্তমান বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক সমস্যা সম্পর্কেও মতামত ভাগ করবেন।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী মোদী দ্বিতীয়বারের মতো ব্রিকস সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে যাচ্ছেন। এর আগে তিনি ২০১৬ সালে গোয়া সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন।

যুবতীর

● প্রথম পাতার পর

আড়াল করলেও ধারণা করা হচ্ছে প্রেমে ব্যর্থতার কারণেই যুবতীর এ ধরনের আত্মহত্যা পথ বেছে নিয়েছিল। বীরগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

কবির মিয়া, আলী হোসেন, মুজি হক, নিরাল হক এবং শ্রীজাল হকের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সিপিএম

● প্রথম পাতার পর

সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী বিরোধী দলনেতার এমনকি নিজের নির্বাচন ক্ষেত্রের কর্মসূচীতেও যেতে বাধা দেওয়ার বিজেপি-র এই অশোভন ও অগণতান্ত্রিক রাজনীতির তীব্র নিন্দা করছে। এর আগেও ধনপুরের একই স্থানে বিজেপি কর্মীরা মানিক সরকারের পথ অবরোধ করে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। এবারও একই চেষ্টা করা হয়। তবে এবার তাঁকে আটকানো যায়নি। রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী কাঠালিয়া ব্লক ডেপুটেশনে অংশগ্রহণকারীদের সংগ্রামী মেজাজকে অভিনন্দিত করছে। বিজেপি'র এই অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মধারার বিরুদ্ধে রাজ্যের সর্বত্র প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্য পার্টি জনগণের নিকট আহ্বান জানাচ্ছে।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

প্রতিনিধি দলের সাথে দেখা করে বলেন সুইসাইড নোট উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। পুলিশের কাছে একটা বড় প্রমাণ। কিন্তু সুইসাইড নোটের উপর আস্থা রাখতে পারছে না তৃণমূল কংগ্রেস। কারণ পুলিশ রাজশ্রী আত্মহত্যার পর ফরেন্সিক টিম তারা কোনো রকমের তদন্ত করেনি। তাই তৃণমুল কংগ্রেস মনে করছে এটা একটা প্রতিহিংসামূলক চক্রান্ত।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ক্রীড়াঙ্গন

টি-২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করল পাকিস্তান, বাদ পড়লেন সরফরাজ -শোয়েব

লাহোর, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করল পাকিস্তান। সোমবারের ঘোষিত ১৫ সদস্যের দল থেকে বাদ পড়লেন শোয়েব মালিক। বাদ পড়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক তথা অভিজ্ঞ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান সরফরাজ আহমেদও।

আমিরশাহিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্বকাপের জন্য সোমবার ১৫ জনের সদস্যের দল ঘোষণা করল পাক ক্রিকেট বোর্ড। প্রত্যাশিত তারকাদের বেশিরভাগই ১৫ জনের স্কোয়াডে জায়গা পেলেও বাদ পড়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক তথা অভিজ্ঞ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান সরফরাজ আহমেদ। পাক নির্বাচকরা সঙ্গত কারণেই প্রথম পছন্দের উইকেটকিপার বেছে নিয়েছেন মহম্মদ রিজওয়ানকে। আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন রিজওয়ান। দ্বিতীয় উইকেটকিপার হিসেবে দলে রয়েছেন আজম খান। বাদ পড়লেন শোয়েব মালিকও।যদিও স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন সিনিয়র অল-রাউন্ডার মহম্মদ হাফিজ। মূল স্কোয়াডে জায়গা হয়নি ফকর জামানের। তবে তিনি রিজার্ভ ক্রিকেটার হিসেবে দলের সঙ্গে থাকবেন। এছাড়া স্ট্যান্ড-বাই রাখা হয়েছে শাহনওয়াজ দাহানি ও উসমান কাদিরকে।

উল্লেখযোগ্য, আমিরশাহিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তানের এই স্কোয়াডই প্রতিনিধিত্ব করবে নিউজিল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে। পাকিস্তানের টি-২০ স্কোয়াড: বাবর আজম (ক্যাপ্টেন), শাদব খান, আসিফ আলি, আজম খান (উইকেটকিপার), হ্যারিস রউফ, হাসান আলি, ইমদ ওয়াসিম, খুশদিল শাহ, মহম্মদ হাফিজ, মহম্মদ হাসনাইন, মহম্মদ নওয়াজ, মহম্মদ রিজওয়ান (উইকেটকিপার), মহম্মদ ওয়াসিম, শাহিন আফ্রিদি ও শোয়েব মাকসুদ। রিজার্ভ ক্রিকেটার: ফকর জামান, শাহনওয়াজ দাহানি ও উসমান কাদির। -হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

টি-২০ বিশ্বকাপের ভারতীয় দল গঠন নিয়ে সমস্যায় বিসিসিআই ও নির্বাচকরা

মুম্বই, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ওভাল টেস্ট শেষ হলেই ঘোষণা করা হবে আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় দল ঘোষণা করবে বিসিসিআই। প্রাথমিকভাবে একটি তালিকা তৈরি হলেও চূড়ান্ত ১৫ জনের দল তৈরি করতে গিয়ে রীতিমত হিমসিম খেতে হচ্ছে নির্বাচক ও বিসিসিআই কর্তাদের। কারণ ওপেনিং, মিডল অর্ডার, অলরাউন্ডার থেকে বোলিং সব বিভাগেই এত প্লেয়ার রয়েছে যেই কারণেই সমস্যা পড়তে হচ্ছে বিসিসিআইকে।

বিশ্বকাপের দল নির্বাচনের জন্য ওপেনিংয়ে একাধিক নাম রয়েছে যাদের নিয়ে আলোচনায় বোর্ড কর্তারা। কারণ ওপেনিং হিসেবে রোহিত শর্মা ও কেএল রাহুলের নাম এক প্রকার পাকা। প্রয়োজনে ওপেন করতে পারেন অধিনায়ক বিরাট কোহলিও। কিন্তু এই তিন প্রধান ক্রিকেটারের বাইরেও রয়েছেন অভিজ্ঞ শিখর ধওয়ান ও তরুণ পৃথ্বী শ। তাদের কথাও মাথায় রাখতে হচ্ছে নির্বাচক ও বিসিসিআই কর্তাদের।

মিডল অর্ডার নিয়ে নানা অঙ্ক ঘুরছে ক্রিকেট মহলে। শ্রেয়স আইয়ার চোট সারিয়ে আমিরশাহিতে। আইপিএলের বাকি ম্যাচে তিনি টিমে ফিরছেন ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু আইপিএলের আগেই যেহেতু টি-২০ বিশ্বকাপের দল নির্বাচন ফলে শ্রেয়স কেমন ফর্মে থাকবেন, তা বিবেচনার জায়গা থাকছে না। এছাড়া মিডল অর্ডার সূর্যকুমার যাদব, মণীশ পাণ্ডে, ঋষভ পন্থ, ঈশান কিষাণদের নিয়ে আলোচনা থাকবে। সূর্য-পন্থের জায়গা একরকম পাকা। মণীশকে নিয়ে চর্চা থাকবে।

অলরাউন্ডার হিসেবে টিমে ঢোকার লড়াইয়ে শার্দূল ঠাকুর, রবীন্দ্র জাডেজা, দীপক চাহারদের মধ্যে। জাদেজা টিমে থাকবেনই। শার্দূল আর দীপকের মধ্যে জোর লড়াই হবে। ইংল্যান্ড সফরে অলরাউন্ডার শার্দূল কিন্তু নিজেকে প্রমাণ করেছেন। দীপক চাহারও শ্রীলঙ্কা সফরে ভালো বাটি-বোলিং করেছেন। একটি ম্যাচ একাই জিতেয়েছেন। ফলে সিদ্ধান্তটা কঠিন হতে চলেছে নির্বাচকদের। বোলিংয়ে বুমরা, সামি মোটামুটি নিশ্চিত। মহম্মদ সিরাজ, ভুবনেশ্বর কুমারদেরও টিমে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। জাডেজাকে বাদ দিলে স্পিনার হিসেবে নিশ্চিত যুজবেন্দ্র চাহাল। রাহুল চাহার, কুলদীপ যাদবদের মধ্যে কেউ একজন সুযোগ পেতে পারেন। ফলে টি২০ বিশ্বকাপের দল নির্বাচনে বসে যুক্তি পাল্টা যুক্তিতে সরগরম হতে চলছে নির্বাচকদের বৈঠক। দল নির্বাচনের আগে কথা বলে হবে কোহলির সঙ্গেও। সম্ভব হলে ভার্চুয়ালি যোগ দিতে পারেন অধিনায়ক। শেষ পর্যন্ত কোন কোন তারকারা দলে সুযোগ পায় সেটাই দেখার।

মানা হয়নি করোনা বিধি, মাঠে ঢুকে মেসি-নেইমারদের খেলা বন্ধ করে দিল পুলিশ

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ব্রাজিল বনাম আর্জেন্টিনা ম্যাচে মানা হয়নি করোনা বিধি। মাঠে ঢুকে খেলা বন্ধ করে দিল পুলিশ। আর্জেন্টিনার চার ফুটবলার কোভিড বিধি না মানায় পুলিশি হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়ে গেল মেসি বনাম নেমার ম্যাচ।

এমি মার্টিনেজ, ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো, গিওভানি লো কেলসো আর্জেন্টিনার প্রথম একাদশে ছিলেন। অভিযোগ, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ খেলে এসে নিভৃতবাসে না থেকেই সরাসরি দেশের হয়ে খেলতে নেমে যান তাঁরা। অতিরিক্ত তালিকায় থাকা এমি বুয়েনডিয়ার বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ উঠেছে। অভিবাসন দফতরে মিথ্যে কথা বলে ব্রাজিলে খেলতে চলে আসেন চার ফুটবলার।ব্রাজিলের স্বাস্থ্য আধিকারিক আন্তোনিয়ো বাররা টোরেস বলেন, "আমরা ঘটনার কথা জানতে পেরে আর্জেন্টিনার টিম হোটেলে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে এই চার ফুটবলারকে পাইনি। তাঁরা ততক্ষণে ম্যাচ খেলতে স্টেডিয়ামে চলে এসেছিল। তারপরই ম্যাচ বন্ধ করে দেওয়া হয়।"

এই ঘটনায় ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ম্যাচ আয়োজনের ক্ষেত্রে গাফিলতির অভিযোগ উঠছে। কড়া শাস্তির মুখে পড়তে পারে ব্রাজিল। ম্যাচ আয়োজনের ক্ষেত্রে গাফিলতি প্রমাণিত হলে আর্জেন্টিনাকে ৩-০ গোলে বিজয়ী ঘোষণা করা হতে পারে। তবে সবটাই নির্ভর করছে ফিফার নিয়মের উপর। রেফারি, ম্যাচ কমিশনার যে রিপোর্ট পাঠাবেন তার উপরেই নির্ভর করবে ম্যাচের ফলাফল।পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লিগ খেলতে যাওয়ার কারণে ব্রাজিলের অনেক ফুটবলারও দলে নেই। ব্রজিলের নিয়ম অনুসারে, কোভিডের কারণে লাল তালিকাভুক্ত কোনও দেশ থেকে ব্রাজিলে এলে ১৪ দিন নিভৃতবাসে থাকতেই হবে। ব্রাজিল দলেও সেই কারণে প্রথম একাদশে ছিলেন না নয় ফুটবলার।হিন্দুস্থান সমাচার/

বাছাই পর্বের ম্যাচে সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ড্র করেও অপরাজিত থাকার ইতিহাস ইতালির

রোম, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : নতুন করে ইতিহাস গড়ল রবার্টো মানচিনির ইতালি। ইউরো জয়ীরা তিন বছর ধরে টানা ৩৬ ম্যাচে অপরাজিত।

রবিবার রাতে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করল ইতালি। জর্জিনহোর পেনাল্টি আটকে দিয়েছেন সুইশ গোলরক্ষক ইয়ান সোমের। তবে ড্র করেও ইতিহাসের পাতায় মানচিনির আজ্জুরিরা।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড এখন ইতালির অধীনে। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মোট ৩৫ টি ম্যাচ অপরাজিত ছিল ব্রাজিল। ২০০৭ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত টানা ৩৫ ম্যাচ অপরাজিত ছিল স্পেনও। তবে স্পেন ও ব্রাজিলকে ছাপিয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড এখন বর্তমান ইউরো চ্যাম্পিয়নদের।

বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচে মাঠে নেমেছিল ইউরোপের হেভিওয়েট দল গুলি। যেখানে ফিফা র‍্যাঙ্কিং-এ ১৫৬ নম্বর দেশকে ৪-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ড।

থ্রি লায়ন্সদের হয়ে এই ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন জেসে লিনগার্ড। একটি করে গোল করেছেন হ্যারি কেন এবং বুকায়ো সাকা। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

রবি শাস্ত্রীর আরটিপিসিআর রিপোর্টও পজিটিভ, ১৪ দিনের নিভৃতবাসে

লন্ডন, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের শেষ টেস্টে দলের সঙ্গে থাকতে পারবেন না ভারতীয় দলের হেড কোচ রবি শাস্ত্রী। তাঁর আরটিপিসিআর পরীক্ষার রিপোর্টও পজিটিভ এসেছে। যার ফলে ১৪ দিন আইসোলেশনে থাকতে হবে শাস্ত্রীকে। এর মধ্যে দু'বার তাঁর করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসতে হবে। তবেই তিনি আইসোলেশন থেকে বেরিয়ে দলের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারবেন। ওভাল টেস্টের চতুর্থ দিন বিসিসিআইয়ের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল বিরাটদের হেড কোচের ল্যাটারাল ফ্লো পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁর পরই শাস্ত্রীসহ আরও তিন ভারতীয় সাপোর্ট স্টাফকে আইসোলেশনে পাঠিয়ে দিয়েছিল বিসিসিআইয়ের মেডিকেল টিম। আগামী ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ম্যাঞ্চেস্টারে শুরু হবে চলতি সিরিজের শেষ টেস্ট ম্যাচ। বিসিসিআইয়ের সূত্রের খবর অনুয়ায়ী, "দুর্ভাগ্যবশত শাস্ত্রীকে ১৪ দিনের আইসোলেশনে থাকতে হবে। এর মধ্যে দু'বার করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ আসলে তিনি আইসোলেশন থেকে বেরোতে পারবেন। তার আগে পর্যন্ত তিনি ভারতীয় দলের ড্রেসিং রুমেও ঢুকতে পারবেন না।" বিসিসিআইয়ের ওই সূত্র আরও বলেন, "দুটো ল্যাটারাল ফ্লো-য়ের রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর রবি শাস্ত্রীর আরটিপিসিআর টেস্টের রিপোর্টও পজিটিভ এসেছে। তাঁর গলা ব্যাথার মতো লক্ষণ রয়েছে।" রবি শাস্ত্রী ছাড়াও তাঁর নিকট সংস্পর্শে আসা ভারতের বোলিং কোচ ভরত অরুণ, ফিল্ডিং কোচ আর শ্রীধর ও ফিজিওথেরাপিস্ট নীতিন প্যাটেলও আইসোলেশনে রয়েছেন।

দীর্ঘ ৩৯ বছর কোমায় থাকার পর প্রয়াত ফ্রান্সের প্রাক্তন ফুটবলার জঁ পিয়েরে অ্যাডামস

প্যারিস, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : পায়ের অস্ত্রোপচারের জন্যে ১৯৮২ সালে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন জঁ পিয়েরে অ্যাডামস। মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্যে অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া হয়েছিল ফ্রান্স জাতীয় দলের খেলা এই ফুটবলারকে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়াতেই গুরুতর ত্রুটির কারণে ৩৯ বছর ঘুম ভাঙেনি অ্যাডামসের। দীর্ঘ ৩৯ বছর কোমায় কাটাবার পর ৭৩ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন ফ্রান্সের হয়ে ২২টি ম্যাচ খেলা ফুটবলার।

জন্ম সেনেগালে। অত্যন্ত প্রতিভাবান পিয়েরে অ্যাডামস ফ্রান্স জাতীয় দলে খেলবার পাশাপাশি দাপিয়ে খেলেছেন ক্লাব ফুটবলও। ফরাসী ক্লাব ফুটবলে নিশ, প্যারিস সা জরমাঁর হয়ে খেলতেন অ্যাডামস। নিশের হয়ে সবচেয়ে বেশী ১২০টি ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি। কোমায় থাকা ফুটবলারের প্রয়ানের নিশ জানায় ১৯৭২-১৯৭৬ সালে ফ্রান্সের জাতীয় দলের হয়ে ২২টি ম্যাচ খেলা অ্যাডামসেকে সম্মান প্রদর্শন করবে তারা। সম্মান জানিয়েছে প্যারিস সাঁ জাঁও।

অ্যাডামস ১৯৮২ সালে পায়ের চোট নিয়ে লিঁওর যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সেখানে তখন চলছে কর্মীদের ধর্মঘট। পর্যাপ্ত ও যোগ্য কর্মী না থাকা সত্ত্বেও প্রাক্তন ফরাসী ফুটবলারের অস্ত্রোপচার শুরু হয়। আরো আটজন রোগির সঙ্গে অ্যাডামসের অ্যানাস্থেসিয়া করেন একজনই। প্রাক্তন ফুটবলারের পর্যবেক্ষনের দায়িত্বে ছিলেন আরেক অনভিজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মী। দুইজনের ঘটানো একাধিক বিভ্রাটের মাশুল চুকোতে হয়েছে অ্যাডামসকে।

কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ও ব্রেন ড্যামেজের কারণে দীর্ঘ ৩৯ বছর কোমায় ছিলেন প্রাক্তন ফরাসী ফুটবলার। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি শাস্তি হয় অ্যানাস্থেসিয়া বিশেষজ্ঞ ও ট্রেনি কর্মচারীর। একমাসের সাসপেনশান ও ৭৫০ ইউরো জরিমানা হয়েছিল তাদের। অস্ত্রোপচারের ১৫ মাস পর অ্যাডামসকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যান স্ত্রী বার্ণাডেট। দীর্ঘ ৩৯ বছর তার মিরাকেলের আশায় দিন গুনছিলেন তিনি। ৭৩ বছর বয়সে সেই আশার প্রদীপটুকু নিভিয়ে বিদায় নিলেন জঁ পিয়েরে অ্যাডামস।

ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার ম্যাচ বাতিল হওয়ায় হতভম্ব বিশ্ব ফুটবল, ঘটনার নিন্দা ফিফার

ব্রাসিলিয়া, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : কনমেবল ও বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে মুখোমুখি হয়েছিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। লাতিন ফুটবলের ফুটবল অনুরাগীদের অবাক করে ম্যাচ চলাকালীনই কোভিড বিধি ভাঙায় অভিযুক্ত চার আর্জেন্তেনীয় ফুটবলারকে আটক করতে মাঠে প্রবেশ করে ব্রাজিলের স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকরা। মাঠে তখন হতভম্ব বিশ্ব ফুটবলের দুই মহাতারকা মেসি-নেইমার। অদ্ভুত ঘটনাটির অল্প সময়ের মধ্যেই বাতিল করে দেওয়া হয় ম্যাচ। এবার ম্যাচ বাতিল হওয়ার আগের নিন্দনীয় দৃশ্য নিয়ে বয়ান দিল ফিফা। টুইটারে ফিফার মূল বক্তব্য- কনমেবল ও বিশ্বকাপের যোগ্যতাঅর্জন পর্বের ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচ বাতিল হওয়ার আগের ঘটনাক্রমের জন্যে দুঃখপ্রকাশ করছে তারা। বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুই ফুটবল দেশের মধ্যে খেলা দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে কোটি কোটি ফুটবল অনুরাগীরা। ফিফার কাছে ম্যাচ অফিশিয়ালদের রিপোর্ট এসে পৌঁছেছে। শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবে। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলতে নামা আর্জেন্টিনা দলে ছিলেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ খেলা তিন ফুটবলার। অ্যাস্টন ভিলার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, টটেনহাম হটস্পারের জিওভানি দে সেলসো ও ক্রিস্টিয়ান রোমোরোকে আটক করতেই মাঠে প্রবেশ করেন ব্রাজিলীয় স্বাস্থ্যবিভাগের আধিকারিকরা। অ্যাস্টন ভিলার আরেক ফুটবলার এমিলিয়ানো বুয়েনদিলা আর্জেন্টিনা স্কোয়াডে ছিলেন না। ব্রাজিলের কোভিড বিধি অনুযায়ী ইংল্যান্ড সহ সেদেশের লাল তালিকায় থাকে দেশগুলি থেকে ব্রাজিলে প্রবেশ করলে ১৪ দিনের নিভৃতবাস পর্ব কাটাতে হবে।

বুমরার গোলা-বারুদে ভাঙচুর উইকেট, জয়ের কাছেই ভারত

ওভাল, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ওভালে ঐতিহাসিক জয়ের থেকে আর মাত্র কয়েক ধাপ দূরে। আর শেষদিনে ভারতকে জয়ের দোরগোড়ায় নিয়ে গেলেন জসপ্রীত বুমরা এবং রবীন্দ্র জাদেজা জুটি। সোমবার লাঞ্চের পরে ইংল্যান্ড ৬ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে। জাদেজা এবং বুমরার ক্ষেপণাস্ত্র সামলাতে ব্যর্থ ইংল্যান্ড। প্রথম সেশনেই জোড়া উইকেট তুলে নিয়েছিল ইন্ডিয়া। ১০০ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ ভেঙে ইংরেজ ব্যাটিং অর্ডারে পতনের সূচনা করেছিলেন শার্দূল ঠাকুর। রোরি বার্নসকে (৫০) ফিরিয়ে। এরপরে হাসিব হামিদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন দাভিদ মালানও। লাঞ্চের সময় ক্রিজে ব্যাটিং করছিলেন হাসিব হামিদ এবং জো রুট।আর দ্বিতীয় সেশনেই জাদেজা-বুমরার হাতে লাঞ্ছিত ইংল্যান্ড। দুজনেই জোড়া উইকেট শিকার করেছেন শেষ আপডেট অনুযায়ী। লাঞ্চের পরেই জাদেজার ঘূর্ণিতে বোল্ড হন হামিদ। ঠিক তারপরেই বুমরার শিকার অলি রবিনসন। সরাসরি ইংল্যান্ড তারকাকে বোল্ড করে দেন তিনি। মাঝে জাদেজা মঈন আলিকে (০) ফিরিয়ে দেন। অলি রবিনসনকে ফেরানোর পরের ওভারেই বুম বুম বুমরা শিকার জনি বেয়ারস্টো। ১৪৩ কিমির ইয়র্কার রুখতে পারেননি বেয়ারস্টো। বিনা উইকেটে ১০০ থেকে ইংল্যান্ড ১৪৭/৬ হয়ে যায়।

উচ্চশিক্ষা দপ্তর

"Financial support to the students of NER for higher professional courses" (NEC Merit Scholarship) 2021-22 Fresh/Renewal সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

ভারত সরকারের DONER মন্ত্রণালয়ে অন্তর্গত NEC শিলং এর নির্দেশিকা মূলে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে ও বহিঃরাজ্যে Diploma/Degree/Post Graduate/M. Phil, Ph.D কোর্সে পাঠরত ছাত্র/ছাত্রী "Financial support to the students of NER for higher professional courses" প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত নীতি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে :-

উক্ত নির্দেশিকা মোতাবেক ছাত্র/ছাত্রীদের National Scholarship Portal **(www.scholarship.gov.in)** এর মাধ্যমে অবশ্যই Online আবেদন করতে হবে।

অনলাইনে আবেদন করার শর্তাবলী ঃ-

১। ছাত্র-ছাত্রীকে ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

২। আবেদনকারীর পারিবারিক বাৎসরিক আয় ৮ (আট লাখ) টাকার মধ্যে হতে হবে। এই মর্মে মহকুমা শাসক কর্তৃক প্রদেয় পারিবারিক বাৎসরিক আয়ের শংসাপত্র অনলাইনে আপলোড করতে হবে (মাসিক আয়ের শংসাপত্র গণ্য করা হবে না)।

৩। আবেদনকারীর আধার নাম্বার নিজ নিজ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন থাকতে হবে।

৪। আবেদনকারীর ৬০ শতাংশ সামগ্রীক নম্বর (60% marks in aggregate) অবশ্যই থাকতে হবে।

৫। Tripura quota :- Diploma Level-18 Nos. / Degree Level-120 Nos./ PG Level-48 Nos./ M.Phil, Ph.D - 6 Nos of fresh scholarship would be fixed as per the normative allocation accepted for different NE states as per merit basis.

১) আবেদন করার সময়সীমা ৩০শে নভেম্বর, ২০২১ইং তারিখ পর্যন্ত।

২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান (Head of the Institutions) দ্বারা আবেদনপত্র Online ভেরিফিকেশন ১৫ই ডিসেম্বর ২০২১ইং তারিখের মধ্যে বাধ্যতামূলক ভাবে করতে হবে। বিস্তারিত ভাবে জানার জন্য NSP Portal **(www.scholarship.gov.in)** এর সাহায্য নিতে পারবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের অনলাইনে দরখাস্ত জমা দেওয়ার পর সেই অনলাইন দরখাস্তটির প্রিন্ট কপি এবং অন্যান্য প্রমাণপত্রের জেরক্স কপি সমেত নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমা দিতে হবে অনলাইনে ভেরিফিকেশন করানোর জন্য, পরবর্তী কালে স্টেট অনুমোদন-এর জন্য সরাসরি উচ্চশিক্ষা দপ্তরের স্টাইপেন্ড সেকশনে আগামী ১৫ই ডিসেম্বর ২০২১ ইং তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে এর পর জমা করলে আবেদন পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

উচ্চশিক্ষা দপ্তরে Fresh Application print copy জমা দেওয়ার সময় নিম্নলিখিত জেরক্স কপি সমূহ জমা দিতে হবে ঃ-

১। পিআরটিসি/সিটিজেনশিপ, ২। আধার কার্ড, ৩। বার্থ সার্টিফিকেট/মাধ্যমিক এডমিট, ৪। ছাত্র-ছাত্রীর নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং আই এফ এস কোড নম্বর সঙ্গে পাস বুকের প্রথম পৃষ্ঠার জেরক্স কপি। ৪। মোবাইল নম্বর, ৫। বার্ষিক ইনকাম সার্টিফিকেট, ৬। পারিবারিক রেশন কার্ড, ৭। মার্কশিট কপি, ৮। ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ফটো।

এই বিজ্ঞপ্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণকে ছাত্র-ছাত্রীদের গোচরে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

উল্লেখ থাকে যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে Online আবেদন না করিলে, পরবর্তী সময়ে Scholarship না পেলে কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই দায়ী থাকিবে না। যাহারা ২০২০-২১ইং Fresh আবেদন করে স্টাইপেন্ড পেয়েছেন ঐ সকল ছাত্র-ছাত্রীগণ অবশ্যই Online Renewal করতে হবে।

ICA-D-800/2021-22

অধিকর্তা
উচ্চশিক্ষা দপ্তর

STATE HEALTH & FAMILY WELFARE SOCIETY, TRIPURA (NATIONAL HEALTH MISSION)

NOTICE INVITING TENDER

TENDER REF. NO.F. 3 (5-3872)GEN/Store/SHFWS/MIC/20 Date_ / 09/2021

TENDER FOR "COMPREHENSIVE ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT FOR AC MACHINES IN THE BUILDING OF NHM" UNDER SH&FWS, TRIPURA

A Tender hereby invited on behalf of the State Health and Family Welfare Society, Agartala from resourceful, experienced, reliable Service providers/firm/agency for **"Comprehensive Annual Maintenance Contract for AC machines in the building of NHM"**.

The details of tender, list of items with indicative quantity & Tender Documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online is 27/09 /2021 up to 4:00 pm. All future modification/corrigendum shall be made available in the e procurement portal, So bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.

(Dr. Siddharth Shiv Jaiswal, IAS)
Mission Director, NHM
Govt. Of Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 15/PNIeT/EE/PWD/SBM/DIV/2021-22 Dated- 02.09.2021.

The **Executive Engineer, Sabroom Division PWD (R 8 B), Sabroom, South Tripura** inviteson behalf of the 'Governor of Tripura' sealed Percentage rate e-tender from Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Bidders / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD /Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on 23/09/2021for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No: **13/CE/PWD(R&B)/SE(P&DU)/2021-22**	Rs.1,79,57,976.00	Rs.1,79,580.00	**06 (Six) months**	Up to15.00 Hrs on 23/09/2021	At 15.00Hrs on 24/09/2021	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIeT No: **44/NIT/SE-III/R/2021-22**	Rs.1,14,27,337.90	Rs.1,14,273.00	**06 (Six) months**				

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in.

Bid(s) shall be opened through online by respective bid openers on behalf of the Executive Engineer, Sabroom Division, PWD (R&B), Sabroom, South Tripura and the same shall be accessible by intending bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other bidder may like to be present at the bid opening for any enquiry. Please contact by e-mail to eepwdsbm2015@gmail.com.

For and on behalf of the Governor of Tripura.

ICA-C-2018/2021-22

Executige Engineer
Sabroom Division, PWD(R&B)
Sabroom, South Tripura

সোমবার ইন্দ্রনগর আইটি ভবনে রাজ্যে সিএম হেল্পলাইন নম্বর ১৯০৫ পরিষেবার সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

টানা ৯ ঘণ্টারও বেশি জেরা শেষে বেরিয়ে হুঙ্কার অভিষেকের

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : টানা ৯ ঘণ্টার ম্যারাথন জেরা শেষে ইডি দফতর থেকে বের হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়লা কাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিল্লিতে ডায়মণ্ড হারবারের সাংসদকে ডেকে পাঠায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট। সেই তলবের জবাবেই সোমবার নির্ধারিত সময় সকাল ১১টা নাগাদ জমানগরের খান মার্কেট এলাকায় ইডি দফতরে পৌঁছে যান তিনি। বেশ কিছু নথি তিনি ইডি-র তদন্তকারীদের সামনে পেশ করেন বলে জানা গিয়েছে। এদিন সকালে প্রথম দফার জিজ্ঞাসাবাদের পর দুপুরের পর ফের তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন ইডি আধিকারিকরা। ইডি দফতর থেকে বেরিয়ে ক্ষোভ উগরে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এভাবে তৃণমূলকে ভয় দেখিয়ে ঘরে বসানো যাবে না। শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিত্রার্থ করতেই কলকাতার কেসকে দিল্লি টেনে এনেছে।"

ইডি-র ডাকে সাড়া দিতে রবিবারই দিল্লির উদ্দেশে রওনা হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিমানে ওঠার আগে বিমানবন্দরে তিনি জানান, "কেউ বলছে ১০০ কোটির স্ক্যাম, কেউ বলছে ১০০০ কোটি। আমি বলছি যদি ১০ পয়সারও দুর্নীতি থাকে প্রমাণ করে দেখান। আমি বলছি আমার পিছনে ইডি-সিবিআই লাগানোর দরকার নেই। সোজা ফাঁসির মঞ্চ গড়ে দিন। আমি মৃত্যুবরণ করব।"

কলকাতা থেকে দিল্লি ডেকে পাঠানোয় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, "কলকাতার কেসে দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছে। এরপর প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতি ছাড়া আর কী বলা যাবে!" কেন্দ্রীয় সংস্থার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলে অভিষেক বলেন, "যে কোনও সর্বভারতীয় বিজেপির নেতা যদি আমার সঙ্গে মিনিট পাঁচেকের জন্যেও বসেন আমি সব তথ্য দেখিয়ে দেব, কেন্দ্রীয় সংস্থা কী ভাবে কাজ করেছে। আমি প্রমাণ করতে না পারলে রাজনীতি ছেড়ে দেব। যারা টাওয়ালে মুড়ে টাকা নিয়েছেন সবই টিভিতে দেখা গিয়েছে। এদিকে চার্জশিটে তাঁদের নাম থাকে না।" নাম না করে অভিষেক কটাক্ষ করেন শুভেন্দু অধিকারীকে।

কয়লা কাণ্ডে অভিষেকের পাশাপাশি তাঁর স্ত্রী রুচিরা নারুলাকে দিল্লিতে তলব করেছিল ইডি। কিন্তু, মহামারী পর্বে ছোট সন্তানদের ছেড়ে তাঁর পক্ষে দিল্লি যাওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন রুজিরা। মেইল করে সংশ্লিষ্ট দফতরে তিনি জানান, কলকাতাতেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের ব্যবস্থা করুক কেন্দ্রীয় সংস্থা। তবে এখনও পর্যন্ত রুজিরার ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ নেবে ইডি তা এখনও জানা যায়নি।

রাজ্যে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও পরিষেবা প্রদানে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর। রাজ্যে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও পরিষেবা প্রদানে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে ঘরে বসেই বিভিন্ন পরিষেবার সুযোগ এবং পরামর্শ পাবেন নাগরিকগণ। আজ ইন্দ্রনগর আইটি ভবনে রাজ্যে সিএম হেল্পলাইন নম্বর ১৯০৫ পরিষেবার সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরই নাগরিকদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগ সরাসরি যেন মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারেন সেই লক্ষ্যে জনতার দরবারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিলো।

কিন্তু কোভিড অতিমারী পরিস্থিতিজনিত কারণে এই উদ্যোগ স্থগিত রাখতে হয়। পরিস্থিতির সাথে সাযুজ্য রেখে অন্য আঙ্গিকে নাগরিকগণ যেন তাদের অভিমত, অভিযোগ ও পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে নিয়ে আসতে পারেন সেই লক্ষ্যেই মুখ্যমন্ত্রী হেল্পলাইন নম্বরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে এখন থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নাগরিকরা সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সম্পর্কে জানার সুযোগ যেমন পাবেন তেমনি অন্যান্য পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্য জানারও সুযোগ পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই হেল্পলাইনের মাধ্যমে পরামর্শ দেওয়ারও সুযোগও থাকবে। নাগরিকদের পরামর্শগুলিকে আগামীদিনে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গিতে কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে সরকার। বর্তমানে সরকারি পরিষেবা প্রদানে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছেই-পরিষেবার উপর।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, জাগ্রত ত্রিপুরা অ্যাপের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিষেবা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। তার পাশাপাশি ১২০৪টি সিএসসি সেন্টারের মাধ্যমে একদিকে যেমন রোজগার সৃষ্টি হয়েছে অন্যদিকে গ্রামের মধ্যেই বিভিন্ন সহায়তা মেলার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই অনলাইন পরিষেবাগুলি চালুর ফলে বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে সুবিধাভোগী পর্যন্ত। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের নাগরিকদের আর্থসামাজিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার। রাজ্যের অধিকাংশ মানুষই এখন মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন। এরফলে রাজ্যে ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহারের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী যুব যোগাযোগ যোজনার মাধ্যমে চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের মোবাইল ফোন প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আইটি ক্ষেত্রের উন্নয়নের মাধ্যমে স্টার্টআপ সহ একাধিক কর্মসূচি রূপায়ণের লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। সপ্তাহব্যাপী স্টার্টআপ

ভারতের ভাগ্য নির্মাতা কৃষকরা নির্ভিক ঃ রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কৃষকদের স্বার্থে ফের সরব হলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সোমবার টুইট করে রাহুল গান্ধী লিখেছেন, ভারতের ভাগ্য নির্মাতা কৃষকরা নির্ভিক। একটি ছবি টুইট করে, কৃষক আন্দোলন হ্যাশট্যাগ করে রাহুল গান্ধী লিখেছেন, 'দৃঢ়, নির্ভিক, এখানেই, ভারত ভাগ্য বিধাতা!' এদিন রাহুল গান্ধী যে ছবিটি টুইট করেছেন, সেই ছবিটি অনেক দিনের পুরানো বলে দাবি করেছে বিজেপি।

সোমবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেছেন, 'নিজেদের সংগঠনকে এগিয়ে না নিয়ে যাওয়া, নিজেদের সংগঠনকে সভাপতি বিহীন রাখা, পরিশ্রম না করা ও অপরের কাঁধে বন্দুক রাখা রাহুল গান্ধীর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।' সম্বিত আরও বলেছেন, 'দেশে যখনই ভ্রম, মিথ্যের রাজনীতি হয়, সেক্ষেত্রে রাহুল গান্ধীর হাত থাকে। রাহুল গান্ধী কৃষক আন্দোলনের পুরানো ছবি টুইট করে সেই ছবিকে বর্তমানের ছবি বলছেন।'

আফগানিস্তান নিয়ে জরুরি বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): আফগানিস্তান নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার নয়াদিল্লিতে নিজের বাসভবনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে উপস্থিত রয়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, সেনাসর্বাধিনায়ক জেনারেল বিপিন রাওয়াত। যুদ্ধজর্জর দেশটিতে বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের লগ্নি কীভাবে রক্ষা করা যায় এবং সেদেশ থেকে যাতে ভারতে সন্ত্রাস রফতানি না হয়, সেসব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

গত আগস্ট মাসে আফগানিস্তান নিয়ে সর্বদল বৈঠক ডাকেন প্রধানমন্ত্রী। তার আগে সংসদে ফ্লোর লিডারদের আফগানিস্তান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য দেওয়ার জন্য বিদেশমন্ত্রককে নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশীকে।

১৫ আগস্ট কাবুল দখল হওয়ার পর থেকেই আফগান শিখ ও হিন্দুদের দেশে ফেরানোর কাজ শুরু করে ভারত। তারপর এই গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে পরবর্তী নীতি নির্ধারণের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেন প্রধানমন্ত্রী। বর্তমানে আফগানিস্তানে সরকার গড়ার প্রাকমুহূর্তে তালিবান। ইতিমধ্যেই কাশ্মীর নিয়ে আওয়াজ তুলে ভারতকে 'লাল নিশান' দেখিয়েছে জেহাদি গোষ্ঠীটি।

উল্লেখ্য, গত কুড়ি বছরে আফগানিস্তানের ৩৪টি প্রদেশে ভারত চারশোরও বেশি প্রকল্প তৈরি করেছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ দেড় বিলিয়ন ডলার। ভারতীয় প্রকল্পের ক্ষতি তালিবানরা করবে না বলে মৌখিক আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু ভারত নিশ্চিত নয়। চিন তার 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' প্রকল্পে আফগানিস্তানকে শামিল করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুরোদমে। পূর্ব লাদাখে তারা ভারতকে যে নতুন করে বিব্রত করবে না, সেই নিশ্চয়তা নেই। মোট কথা, আফগানিস্তানে ভারতের ভাল-মন্দ এবার থেকে নির্ভর করবে অন্যদের মর্জির উপর। এহেন পরিস্থিতিতে এই বৈঠক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

উত্তর ত্রিপুরার ভারত-বাংলা সীমান্তে বিএসএফের হাতে আটক সাতটি গরু সহ দুই পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর। ।ত্রিপুরার উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন ইয়াকুবনগরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ১৩৯ নম্বর বিএসএফ ব্যাটালিয়নের হাতে সাতটি গরু বোঝাই দুটি বলেরো গাড়ি সহ আটক হয়েছে দুই পাচারকারী। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গতকাল বিকেলের দিকে ইয়াকুবনগর বিওপির ১৩৯ নম্বর বিএসএফ জওয়ানরা গরু বোঝাই টিআর ০৫ ডি ১৬৪২ এবং টিআর ০২ জি ১৯০৪ নম্বরের দুটি বলেরো গাড়ি ইচাইলালছড়া এলাকা থেকে আটক করেছে। ওই দুই বলেরো থেকে সাতটি গরু তাঁরা উদ্ধার করেছেন। সাথে আটক করা হয়েছে দুই গরু পাচারকারী যথাক্রমে উনকোটি জেলার দেওরাছড়া গ্রামের জনৈক আবদুল করিমের ছেলে শাকিল আহমেদ এবং আবদুল সালামের ছেলে আবদুল মুসলিম।

বিএসএফ জওয়ানরা গরু সহ দুটি বলেরো গাড়ি এবং দুই পাচারকারীকে কদমতলা থানার হাতে তুলে দিয়েছে। গবাদি পশু পাচার সম্পর্কিত ধারায় ৪৬/২১ নম্বরে কদমতলা থানা তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। জানা গেছে, সাতটি গরুকে ধর্মনগরের গোরক্ষা সমিতির হেফাজতে পাঠিয়ে দিয়েছেন কদমতলা থানা কর্তৃপক্ষ।

ভারতে সংক্রমণ ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রণেই আরোগ্যের হারও ঊর্ধমুখী

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে একধাক্কায় অনেকটাই কমে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও ৩০০-র নীচে নেমে গিয়েছে। আপাতত সংক্রমণ ও মৃত্যু-উভয়ই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে ভারতে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮ হাজার ৯৪৮ জন, এই সময়ে কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ২১৯ জনের। রবিবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৪৩,৯০৩ জন, সংক্রমণ কমে যাওয়ায় ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৭.৪৪ শতাংশে পৌঁছেছে। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪,০৪,৮৭৪ জন (১.২৩ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ৫,১৭৪ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৪,১০,৬৪৯।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৩৮,৯৪৮ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ২৭ হাজার ৬২১ জন। ভারতে ৬৮.৭৫-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৬৮,৭৫,৪১,৭৬২ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) টিকা পেয়েছেন ২৫,২৩,০৮৯ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২১৯ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৪০,৭৫২ জন (১.৩৩ শতাংশ)।

ভারতে আরোগ্যের সংখ্যা স্বস্তি দিয়ে বেড়েই চলেছে, রবিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪৩,৯০৩ জন। ফলে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,২১,৮১,৯৯৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৪৪ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৬৮ কোটি ৭৫ লক্ষ ৪১ হাজার ৭৬২ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে। কেরলের কোভিড-পরিস্থিতি প্রতিদিনই চিন্তা বাড়াচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮,৯৪৮ জন ও মৃত্যু হয়েছে ২১৯ জনের, শুধুমাত্র কেরলেই রবিবার সারাদিনে সংক্রমিত হয়েছেন ২৬,৭০১ ও মৃত্যু হয়েছে ৭৪ জনের।

নিট পরীক্ষা স্থগিতের আবেদন খারিজ, রায় সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ধীরে ধীরে দেশ স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ফিরছে। এখনও বন্ধ স্কুল-কলেজ। তবে শিক্ষাব্যবস্থাকে পুরনো ছন্দে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত কেন্দ্র। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের তরফে এবছরের সর্বভারতীয় নিট স্নাতকস্তরের পরীক্ষা স্থগিত রাখার আবেদন খারিজ করা হল। রায়দান করে জানানো হয়েছে, নিট পরীক্ষা দেবে প্রায় ১৬ লক্ষ পরীক্ষার্থী। তাই মাত্র কয়েকজন পড়ুয়ার আবেদন মেনে এই পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

অন্যদিকে, আবেদনকারী পরীক্ষার্থীদের দাবি, নিটের মধ্যেই রয়েছে মেডিক্যাল এন্ট্রান্স। তাই যারা মেডিক্যাল এন্ট্রান্সে বসবেন তাঁদের সমস্যা হবে। একই সময়ে নিটের অন্তর্গত অন্যান্য পরীক্ষাগুলির দিন ধার্য হয়েছে। ফলে একাধিক পরীক্ষা একই দিনে পড়ে যাচ্ছে। তাই সুপ্রিম কোর্টের কাছে পরীক্ষা স্থগিত করার আবেদন জানানো হয়েছিল।

গত ১ আগস্ট থেকে নিট ২০২১ স্নাতকস্তরের পরীক্ষা শুরুর কথা ছিল। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার কথা মাথায় রেখে তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক জানিয়েছিলেন, ১২ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে নিট স্নাতকস্তরের পরীক্ষা। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান মন্ত্রকের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক এবং রাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করার পরই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

বৃষ্টিতে মনোরম পরিবেশ দিল্লি-উত্তর প্রদেশে, ওডিশায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে বৃষ্টি থামছেই না। একনাগাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে রাজধানী লাগোয়া উত্তর প্রদেশেও। সোমবারও প্রবল বৃষ্টি হয়েছে দিল্লিতে, ভারী বৃষ্টিতে ভিজেছে উত্তর প্রদেশও। আবার ওডিশার কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ওডিশার গজপতি, গঞ্জাম, কালাহান্ডি, কান্ধামাল, কোরাপুর, পুরী, মালকানগিরি, রায়াগড়, খুর্দা, কটক, জগৎসিংপুর, ময়ূরভঞ্জ ও নবরঙপুর জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

দিল্লি : সোমবার সকালে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয় রাজধানী দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে। সকাল থেকেই মেঘাছন্ন ছিল দিল্লির আকাশ। দিল্লিতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে দুই ডিগ্রি কম। বৃষ্টির সৌজন্যে মনোরম পরিবেশ ফিরেছে দিল্লিতে। এদিনের বৃষ্টির জেরে কোথাও জল জমেনি।

উত্তর প্রদেশ : উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় সোমবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। উত্তর প্রদেশের সীতাপুর, এটাহ, গোরক্ষপুর, মহারাজগঞ্জ, সিদ্ধার্থ নগর ও বলরামপুর জেলায় এদিন বৃষ্টি হয়। এদিন উত্তর প্রদেশের সবথেকে উষ্ণতম স্থান ছিল বারাণসী। আবহবিদরা জানিয়েছেন, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে উত্তর প্রদেশে।

ওডিশা : বঙ্গোপসাগরের উপর একটি নিম্নচাপের জেরে ওডিশার বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই জেলাগুলি হল-গজপতি, গঞ্জাম, কালাহান্ডি, কান্ধামাল, কোরাপুর, পুরী, মালকানগিরি, রায়াগড়, খুর্দা, কটক, জগৎসিংপুর, ময়ূরভঞ্জ ও নবরঙপুর। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওডিশার ২৯টি জেলায় বৃষ্টি হয়েছে।

ভারতের টিকাকরণ অভিযানের সফলতা দেশবাসীর পরিশ্রমের ফল ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): টিকাকরণ অভিযানে দেশের মধ্যে রেকর্ড গড়েছে হিমাচল প্রদেশ। হিমাচল প্রদেশে ইতিমধ্যেই মোট প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার ১০০ শতাংশ মানুষ করোনা-টিকার প্রথম ডোজ পেয়েছেন। এই সফলতার জন্য হিমাচল প্রদেশ সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদী বলেছেন, 'শুধুমাত্র একজন প্রধান সেবক হিসেবেই নয়, বরং পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে হিমাচল প্রদেশ আমাকে গর্বিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে।" হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'হিমাচল প্রদেশে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা ছিল, পাহাড়ি রাজ্য হওয়ায় লজিস্টিক সমস্যা রয়েছে, করোনা-টিকার স্টোরেজ ও ট্রান্সপোর্টেশনেও সমস্যা রয়েছে। কিন্তু জয়রাম ঠাকুরজির সরকার যেমন ব্যবস্থা বিকশিত করেছেন, পরিস্থিতি সামলেছেন, তা প্রশংসনীয়।'

সোমবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হিমাচল প্রদেশের স্বাস্থ্যসেবা কর্মী ও কোভিড টিকা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। এদিন শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'শুধুমাত্র একজন প্রধান সেবক হিসেবেই নয়, বরং পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে হিমাচল প্রদেশ আমাকে গর্বিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। আমি এই রাজ্যকে ছোট-ছোট মৌলিক সুবিধার জন্য সংগ্রাম করতে দেখেছি, কিন্তু এখন আমরা তাঁদের ভালো করতেও দেখতে পারছি। ভগবানের আশীর্বাদে, হিমাচল প্রদেশ সরকারের দক্ষতা ও হিমাচলের জনগণের সচেতনতার কারণেই তা সম্ভব হয়েছে। হিমাচল সরকার ও টিমকে আমি অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যেও, "ওয়ার্ক ফ্রম হোম" মোডে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তরুণদের মধ্যে অন্যতম প্রিয় গন্তব্যস্থল হয়ে উঠেছিল হিমাচল প্রদেশ।'

দৈনিক টিকাকরণে প্রতিদিনই একের পর নতুন রেকর্ড গড়ছে ভারত। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ভারত এক-একদিনে রেকর্ড পরিমাণ টিকা দিচ্ছে। ভারত একদিনে যত পরিমাণ টিকা দিচ্ছে, তা অনেক দেশের সমগ্র জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। ভারতের টিকাকরণ অভিযানের সফলতা, প্রতিটি ভারতীবাসীর পরিশ্রম ও পরাক্রমের পরাকাষ্ঠার পরিণাম।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'হিমাচল প্রদেশে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা ছিল, পাহাড়ি রাজ্য হওয়ায় লজিস্টিক সমস্যা রয়েছে, করোনা-টিকার স্টোরেজ ও ট্রান্সপোর্টেশনেও সমস্যা রয়েছে। কিন্তু জয়রাম ঠাকুরজির সরকার যেমন ব্যবস্থা বিকশিত করেছেন, পরিস্থিতি সামলেছেন, তা প্রশংসনীয়।' হিমাচল প্রদেশের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আসবে বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদী বলেন, 'স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আসবে কেন্দ্র। এই প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে, মহিলারা গোটা বিশ্বে তাঁদের পণ্য বিক্রি করতে পারেন।'

স্মার্ট সিটি প্রকল্পে রাজধানী আগরতলা শহরের বহু বছরের পুরনো গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।